৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা
আলিপুর বার্তা
সারা বাংলা জুড়ে
কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ২ চৈত্র – ৮ চৈত্র, ১৪৩০ ঃ ১৬ মার্চ – ২২ মার্চ, ২০২৪
Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 20, 16 March - 22 March, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আগামী ভোটের আগে ও পরে আইন শৃঙ্খলার অবনতি

হলে বা হিংসা আটকাতে না পারলে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের শুধু অপসারণ নয়, আরও কড়া ব্যবস্থা নেবে নির্বাচন কমিশন। দুদিনের সফর শেষে একথাই জানাল নির্বাচন কমিশনার।

রবিবার : কোনো পরিচয় পত্র ছাড়াই বিদেশিদের কাছে এ

দেশের মোবাইল সিম কার্ড বিক্রি হচ্ছে হলদিয়া বন্দরের ভিতরে। জাহাজে করে আসা বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের এই কার্ড বিক্রি করছে মহিষাদলের এক যুবক।

সোমবার : কলকাতার নিউ মার্কেটের ১৫০ বছরের পুরানো

কাঠামো সংস্কারে ব্রিটিশ আমলের প্রযুক্তির উপরই ভরসা রাখতে চাইছে বিশেষজ্ঞদল। তৈরি হচ্ছে রিপোর্ট, তার পর শুরু হবে সংস্কারের কাজ।

মঙ্গলবার : দীর্ঘ অপেক্ষার পর দেশ জুড়ে লাগু হল সংশোধিত

নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ। এর ফলে বিজেপি ও ওপার থেকে আসা মতুয়া এবং উদ্বাস্তু মহলে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা দিলেও ভোট হারাবার ভয়ে প্রমাদ গুনেছে বিরোধীরা।

বুধবার : রেশন দুর্নীতি মামলায় সন্দেশখালি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত

ধৃত শেখ শাজাহানের আগাম জামিনের আর্জি বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতিরা বলেন তদন্ত শুরুর মুখে জামিন দিলে তদন্ত ব্যাহত হবে।

বৃহস্পতিবার : প্রাচীরের বাইরে থেকে ছুঁড়ে মোবাইল ফোন নাকি

পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে জেলের ভিতরে থাকা কয়েদিদের কাছে। তাই এইভাবে ফোন সরবরাহ আটকাতে পাঁচিলে সিসি বসাতে চাইছে কারা কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার : আদালতের ধমক খেয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার

জমা দেওয়া নির্বাচনী বন্ডের তথ্য নিজেদের ওয়েবসাইটে আপলোড করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তবে কার কোন বন্ড কোন দল তার তাহবিলে ঢুকিয়েছে তার হদিশ নেই সাইটে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

গ্যারান্টি দিলে দুর্নীতিমুক্ত সুশাসনের গ্যারান্টি দিন

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

ভারতবর্ষের দুয়ারে এখন অষ্টাদশ সাধারণ নির্বাচন। যদিও এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করা হয়নি; তথাপি এ রাজ্যের ক্ষমতাশীন ও বিরোধী সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি রাজনীতির উত্তপ্ত ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে উন্মত্তের মত খেলায় মেতে উঠেছে। বিজেপি দিচ্ছে 'মোদির গ্যারান্টি' তো তৃণমূল দিচ্ছে 'দিদির গ্যারান্টি'! একদল রাম নাম জপ করছে তো অপরদল রহিমের নাম জপছে। নির্বাচন নামক বৈতরণী পার হবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির নিষ্ঠাপূর্ণ জনদরদী বক্তৃতা ও জনমোহিনী নীতি, তৎসহ হঠাৎ সান্তাক্লজ হয়ে ওঠা, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ বৃদ্ধির বদলে ক্লেশবৃদ্ধি করছে। যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের কপালে টিকিট জুটেছে তারা তো একেবারে আদা জল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন নিজেদের মগজাস্ত্রে শান দিয়ে দাবার ঘুটি সাজাতে। যেমন ধরুন বক্তৃতা করার দক্ষতা বাড়িয়ে এলাকা ও দেশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, দলীয় উন্নয়নের প্রকল্প মুখস্থ করে, সর্বোচ্চ নেতা-নেত্রীর স্নেহ ও আশীর্বাদ অর্জন করে, মিডিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, অর্থ সংগ্রহ ও প্রচার কৌশল নির্ধারণ এবং সর্বোপরি নিত্যদিনের পোশাক পরিবর্তন করে ভদ্রপোশাকে শ্বেত শুভ্র বসনে সুশোভিত হয়ে জনতা জনার্দনের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। কল্পতরু হয়ে সকলের সমস্ত সমস্যা সমাধানের অঢেল প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে নিজেকে সুযোগ্য, সজ্জন ও সর্বশ্রেষ্ঠ (বাকী প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায়) প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলছেন। অবশ্য এর মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ নেই। প্রয়োজনে ভোটারদের ধমকানো চমকানো, গুড়-বাতাসা আর ঢাকের চরাম চরাম বা নকুলদানা খাওয়ানোরও প্রয়োজন হয় বৈকী। ভোট ম্যানেজ করতে ক্লাবের উঠতি যুবাদের প্রয়োজন তো অনস্বীকার্য। আবার ভোটের আগে কাউকে চটালে চলবে না। সব প্রার্থী ভীষণ উদার, অন্ততপক্ষে জনসমক্ষে। তবে পার্টি অফিসের ভিতরের স্ট্র্যাটেজি ভিন্ন কথা বলে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে ধোঁয়াশা দূর মতুয়া মহলে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

অবশেষে দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে লাগু হল নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন (সিএএ) ২০১৯। এর ফলে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মতুয়া ও উদ্বাস্তু মহলের মানসপটে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে মতুয়া মহলে শুরু হয়ে যায় উৎসব। এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এই আইন নাগরিকত্ব হরণ করার জন্য নয়, এই আইন নাগরিকত্ব প্রদান করার জন্য। ফলে এটা নিয়ে কেউ গুজব ছড়াবেন না এবং গুজবে কান দেবেন না। দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, একশ্রেণির মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের নিশ্চিন্ত বসবাসের ক্ষেত্রে যে অন্তরায়গুলো ছিল এই আইন লাগু হওয়ার ফলে সেইসব বাধা বিপত্তিগুলো থেকে তারা চিরতরে মুক্তি পেল বলেই আমরা মনে করি।' তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দেড় কোটি মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগণা ও নদিয়া জেলায় অধিকাংশ মতুয়াদের বসবাস। রাজ্যে প্রায় সত্তর থেকে বাহাত্তরটি বিধানসভায় আধিপত্য রয়েছে মতুয়াদের। লোকসভা আসনের নিরিখে যে দশ থেকে বারোটি আসনের ক্ষেত্রে মতুয়াদের প্রাধান্য আছে সেগুলি হল, বনগাঁ, বারাসত, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, দমদম, বারাকপুর, হুগলি, বর্ধমান, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি। সিএএ ঘোষণার ফলে আমাদের মধ্যে আর কোনও অনিশ্চয়তা রইল না, বরং নিশ্চয়তা বাড়ল। এতদিন নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়া মহলে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল এদিন কেন্দ্রীয় সরকার সিএএ লাগু করায় তা দূরীভূত হল। ইতিমধ্যে পোর্টালও চালু হয়েছে। এর ফলে ঘরে বসেই তারা আবেদনও করতে পারেন। এক কথায় আমরা খুশি।'

এবারেও কি রক্তক্ষয়ী নির্বাচন?

ওঙ্কার মিত্র

এবারেও কি এইসব ছবির প্রদর্শনী চলবে?

মানোয়ারা বিবিকে মনে আছে? ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে পশ্চিম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ার মধু ডাঙা বুথে জিতে বলেছিলেন, 'যখন আমি ভোট শব্দটি শুনি তখন আমার শিরদাঁড়া বেয়ে শিহরণ বয়ে যায়। আবারও ভাবছি কত পরিবার বলি হবে। জীবন কেড়ে নেওয়া এবং ক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্য কি?' এই বিলাপের কারণ মানোয়ারা যখন ভোটের সময় বুথের ভিতরে উপস্থিত ছিলেন তখন বাইরে তার অপেক্ষারত স্বামী সেখ হাসমত বোমার আঘাতে মারা যায়। এই মৃত্যুর খবরে উত্তেজিত জনতা অপর রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কর্মী গীতার স্বামী রাজকুমার কোদাও প্রাণ হারান। তখন গীতার বিলাপও ছিল মানোয়ারার মতোই।

মানোয়ারা-গীতার সেদিনকার প্রশ্ন এখন সমগ্র বঙ্গবাসীর। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে নির্বাচন একটি শান্তিপূর্ণ সরকারি আয়োজন হলেও বাংলায় তা চিরকালই প্রাণঘাতী হয়ে রয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার আগে থেকে বাঙালি নিজেদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিশ্বাসী। স্বদেশীদের প্রতি মুহূর্তের জীবনে যেমন ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া, লেখা পড়া, শয়ন-স্বপন-জাগরণ এমনকি সম্পর্কও রাজনৈতিক আদর্শ সর্বস্ব ছিল স্বাধীনতার পরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এর কারণ হল, ভারত যে ভাবে পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে তা বাঙালির পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে পূরণ করতে পারে নি। ফলে রাজনীতিতে তাদের হিংস্রতা ধারাবাহিকভাবে রয়ে গিয়েছে। আর সেই হিংস্রতাই এখন ভ্রাতৃঘাতী আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পরে প্রায় প্রত্যেকটি নির্বাচনে নিয়ম করে রক্ত ঝরেছে। রাজনৈতিক নেতা থেকে কর্মী, প্রাণ গিয়েছে অসংখ্য বাঙালির। কত যৌবন, কত মেধা যে শেষ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে এতে খুব একটা যায় আসে নি বাঙালির। রাজনৈতিক নির্বাচন এলেই রক্তারক্তি তার স্বভাবসিদ্ধ।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের আগে খাদ্য আন্দোলনের নামে প্রাণ গিয়েছিল ৩০ জন বাঙালির আর এই মৃত্যুর পথ ধরেই সাফল্যের পথ তৈরি করে নেয় বিরোধীরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

নির্বাচন সংক্রান্ত আরো খবর পাঁচের পাতায়

বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা কেসে ফাঁসানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: লোকসভা নির্বাচন যত কাছে আসছে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি নেতা কর্মীদের মিথ্যা কেসে পুলিশ ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। এমনই অভিযোগ করলেন ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার। তিনি বলেন গত ১১ মার্চ রামনগর থানা রায়চকের দুই বাসিন্দা শিবু বাউরি এবং সুভাষ বাউরির বিরুদ্ধে মিথ্যা গ্যাং রেপ কেস দেয়। এক সংখ্যালঘু মহিলার সঙ্গে শিবু বাউরির জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। এবং ওই শিবু বাউরি এবং সুভাষ বাউরি বিজেপি করতেন। তাই চক্রান্ত করে তাদের ফাঁসানোর জন্য ওই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা মিথ্যা গ্যাং রেপ কেস দেয়। স্থানীয় মানুষজন রায়চকে রাস্তা অবরোধ করে। ওই দুজনকে কোর্ট পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত দিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

মুচিশা নার্সারি শিল্পের নানা সমস্যায় জেরবার কৃষকরা

ছবি : অরুণ লোধ

কুনাল মালিক

সাতগাছিয়া : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লক এবং বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের বেশ কিছু অঞ্চল নার্সারি শিল্পের জন্য সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত। এমনকি এখানকার নার্সারীর গাছ-গাছালি রপ্তানি হচ্ছে। সকলে গোটা ভারতবর্ষে এক বাক্যে জানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুচিশা নার্সারি শিল্পকে। এখানে বিভিন্ন ধরনের গাছ গাছালি তৈরি হচ্ছে। সিজন ফ্লাওয়ারের জন্য বিখ্যাত। উন্নত প্রজাতির নানা ফলের গাছ এখানে হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে মুচিশা থেকে নার্সারীর গাছ গাছালি যাচ্ছে ট্রাকে করে প্রতিদিনই। কিন্তু এই নার্সারি শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও সমস্যা ও এখানে প্রচুর। কৃষকরা নানা সমস্যায় এখানে ভুগছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ওয়েস্ট জোন হর্টিকালচার সোসাইটির সম্পাদক চিন্ময় সাউ জানালেন, আমরা বারবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি আমাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সেভাবে আমাদের গুরুত্ব দেননি।

এরপর পাঁচের পাতায়

খবরেই সিলমোহর, সুনীল ও মমতাজে না

তৃণমূলের 'নতুন মুখ' নিয়ে চর্চা পূর্ব বর্ধমানে

দেবাশিস রায়

সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার দুই লোকসভা কেন্দ্রেই এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীপদে 'নতুন মুখ' নিয়ে এল।আসন্ন ১৮তম লোকসভা নির্বাচনে ঘাসফুলের টিকিট পেলেন না বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের বিদায়ী সংসদ সদস্য সুনীলকুমার মণ্ডল এবং বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন সংসদ সদস্য ডাঃ মমতাজ সংঘমিতা।এমনটাই যে হতে চলেছে তা অনেক আগে খবরে প্রকাশ করেছিল আলিপুর বার্তা পত্রিকা।এককথায়, প্রকাশিত খবরেই সিলমোহর বলা চলে।এবারে বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রে ডাঃ শর্মিলা সরকার এবং বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে প্রাক্তন স্টার ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ ঘাসফুলের টিকিট পেয়েছেন।এই দুই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের 'নতুন মুখ' প্রার্থীর ওপর ভরসা করেই এবারের লোকসভা নির্বাচনে বাজিমাৎ করতে চায়।সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে দলের প্রার্থীপদে নাম ঘোষণার পরপরই কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েছে পূর্ব বর্ধমানের ঘাসফুল শিবির। দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে ছোটোখাটো সভা, পাড়ায় পাড়ায় ধর্মস্থানে গিয়ে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে একটু একটু করে প্রচারের কাজ এগিয়ে চলেছে।তবে, নির্বাচনী নির্ঘন্ট ঘোষণার অনেক আগেভাগেই তৃণমূল কংগ্রেসের এই দুই প্রার্থীকে ঘিরে ইতিউতি যে মাত্রায় চর্চা শুরু হয়েছে তাতেই ঘাসফুল শিবির বিরোধীদের তুলনায় ভোটপ্রচারে কয়েক কদম এগিয়ে যায় বলে বিভিন্ন মহলের অভিমত।তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার দুই কেন্দ্রেই ঘাসফুল শিবির এবার তাদের প্রার্থীপদে বদল ঘটাতে চলেছে।দলবিরোধী কার্যকলাপের কারণে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের দু'বারের সংসদ সদস্য সুনীলকুমার মণ্ডলকে অনেক আগে থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করতে অনিচ্ছুক ছিল।এবার সেই জায়গায় প্রার্থীপদে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ শর্মিলা সরকারের নাম ঘোষণা করেছে ঘাসফুল শিবির।বছর ৪৫ বয়সী এই চিকিৎসক সপরিবারে কলকাতা নিবাসী হলেও তাঁর পৈত্রিক নিবাস পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ স্টেশন বাজার এলাকায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

উন্নয়ন প্রচারের অন্ধকারে খাবি খাচ্ছে প্রাচীন দুটি জেটি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উন্নয়ন চলছে বলে ব্যাপক প্রচার হলেও সুন্দরবনের মানুষকে বিপদ মাথায় নিয়ে ভাঙা জেটি দিয়েই পারাপার করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার ফলে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে সুন্দরবনের রায়দিঘির জটা ও কুলতলির দেবীপুরের জেটি ঘাট।দুটি ঘাটেই রেলিং নেই। ঠাকুরান নদীতে ভাটা পড়লে প্রায় ৫০ ফুট হাঁটু সমান কাদা মাড়িয়ে ভুটভুটিতে উঠতে হয়। ভাটার পর পাকা জেটি ঘাটের উপর কাদার পলি জমে পিচ্ছিল হয়ে যায়। এর মধ্যে পারাপার করাই মুশকিল। একটু বেসামাল হলেই সলিল সমাধি। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ওই জেটি ঘাট দিয়ে মানুষকে পারাপার করতে হয়।রায়দিঘি বাজার থেকে জটা ঘাট পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। ওই রাস্তা ধরেই জেটি ঘাটে পৌঁছতে হয়। খানা খন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে জেটি ঘাটে যেতেই মানুষ নাজেহাল। একই অবস্থা কুলতলি দেবীপুর ঘাটের। ভোর সাড়ে ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ভুটভুটিতে চলে পারাপার।

এরপর পাঁচের পাতায়

রামকথা সংগ্রহশালা খোলার কথা ভাবছে কেন্দ্র

আলিপুর বার্তার সম্পাদকের পাঠানো চিঠির জের

নতুন দিল্লি থেকে সমিতা চক্রবর্তী

গত ২২ জানুয়ারি বহু প্রতীক্ষিত রামমন্দিরের উদ্বোধন হলেও পরের দিন ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন প্রায় বিবর্ণ ভাবে পালিত হয়েছে সারা দেশে। দেশব্যাপী নেতাজি অনুরাগীদের প্রত্যাশা ছিল আদালতের নির্দেশে তৈরি হওয়া অযোধ্যার রামকথা সংগ্রহশালা যেখানে গুমনামী বাবা ওরফে ভগবানজির কক্ষে প্রাপ্ত জিনিসপত্র সংরক্ষিত আছে সেটির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে। বহু গবেষক মনে করেন ভগবানজি প্রকৃত পক্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। সন্ন্যাস জীবনের নির্জনতা বেছে নিয়েছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, পূর্বতন রামমন্দির খননকালে মাটির তলায় যে সমস্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন মিলে ছিল সেগুলি রামকথা সংগ্রহশালার আলাদা গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে। আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক তথা নেতাজি চেতনা মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, গত ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি পাঠিয়ে আর্জি জানান যে নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণা করুক সরকার এবং রামকথা সংগ্রহশালা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হোক। ড. চৌধুরীর ওই চিঠির ওপর ইতিমধ্যে নোট চালাচালি শুরু হয়েছে দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের মধ্যে। সরকার তরফে এ ব্যাপারে প্রক্রিয়াধীন বা আন্ডার প্রসেস বলে জানান হয়েছে। যদিও ড. চৌধুরীর আর্জি মতো নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি ঘোষণার ব্যাপারটিও প্রক্রিয়াধীন কিনা তা স্পষ্ট করা হয়নি। দেশের অগণিত নেতাজি অনুরাগী কেন্দ্রের সদর্থক সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে নেতাজিকে নানাভাবে সম্মানিত করলেও এই আবেদন গৃহীত হলে ভারতবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে।

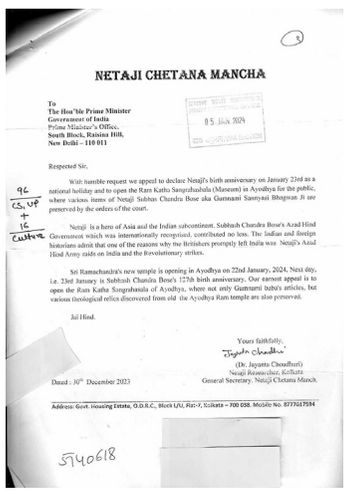

প্রধানমন্ত্রীর অফিসের নোট সহ আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরীর চিঠিটি। ☞

NETAJI CHETANA MANCHA

To
The Hon'ble Prime Minister
Government of India
Prime Minister's Office,
South Block, Raisina Hill,
New Delhi – 110 011

05 JAN 2024

Respected Sir,

With humble request we appeal to declare Netaji's birth anniversary on January 23rd as a national holiday and to open the Ram Katha Sangrahashala (Museum) in Ayodhya for the public, where various items of Netaji Subhas Chandra Bose aka Gumnami Sannyasi Bhagwan Ji are preserved by the orders of the court.

Netaji is a hero of Asia and the Indian subcontinent. Subhash Chandra Bose's Azad Hind Government which was internationally recognised, contributed no less. The Indian and foreign historians admit that one of the reasons why the Britishers promptly left India was Netaji's Azad Hind Army raids on India and the Revolutionary strikes.

Sri Ramachandra's new temple is opening in Ayodhya on 22nd January, 2024. Next day, i.e. 23rd January is Subhash Chandra Bose's 127th birth anniversary. Our earnest appeal is to open the Ram Katha Sangrahasala of Ayodhya, where not only Gumnami baba's articles, but various theological relics discovered from old the Ayodhya Ram temple are also preserved.

Jai Hind.

Yours faithfully,
(Dr. Jayanta Choudhuri)
Netaji Researcher, Kolkata
General Secretary, Netaji Chetana Manch

Dated : 30th December 2023

Address: Govt. Housing Estate, O.D.R.C., Block L/U, Flat-7, Kolkata – 700 038. Mobile No. 8777017594

উত্তরের আঙিনায়

গাছ কাটার ঘটনায় সরব শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শহর শিলিগুড়ির অন্তর্গত এসএফ রোডে তৈরি করা হবে ফুড লেন। ওই এলাকায় রয়েছে বেশ কিছু পুরোনো গাছ। তবে ফুড লেনের জন্যই বহু পুরোনো গাছগুলি কেটে ফেলবার পরে রীতিমতো প্রশ্নের মুখে পড়েছে শিলিগুড়ি পুরো নিগম। এই গাছ কেটে ফেলার ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়েছেন পরিবেশ প্রেমী সংগঠন ও শহরের নাগরিকরা। উক্ত ঘটনায় সরব শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

এদিন অভিনব ভাবে এই ঘটনার প্রতিবাদ করা হয়। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মৌন মিছিল করেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। এছাড়া যে গাছগুলি কাটা হয়েছে প্রতিটি গাছের গোড়ায় লাগিয়ে দেওয়া হয় প্ল্যাকার্ড।

বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, গাছ কাটা ছাড়া বিকল্প কি কোন রাস্তা ছিল না? উক্ত ঘটনায় বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন।

বিষপান করে আত্মঘাতী প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর: দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মানসিক অবসাদে মদ্যপ অবস্থায় বুধবার সন্ধ্যেবেলা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত ঠেঙ্গাপাড়া হাটে চাষের জমিতে ঘাস মারার বিষ কিনে বিষপান করে আত্মঘাতী হলেন এক বয়স্ক ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম রবি পাহান (৬৭)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত নীলডাঙ্গা বোয়ালদহ এলাকায়। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর থানায় নিয়ে এসে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মর্গে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এবিভিপির অভিযান আটকাল পুলিশ

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : গত মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে এবিভিপির পক্ষ থেকে উত্তরকন্যা অভিযান ছিল। তবে পুলিশ এই অভিযান আটকে দেয়। পুলিশের কাছে খবর থাকায় তারা আগেভাগেই সতর্ক ছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। মিছিলটিকে তিন বাত্তি মোড়ের কাছে আটকে দেওয়া হয়। এর ফলে এবিভিপির কর্মী সমর্থকরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙবার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করা হয়। সন্দেশখালীর ঘটনার প্রতিবাদ এবং রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে এদিন এবিভিপি তরফ থেকে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সূত্রের খবর কিছু এবিভিপির কর্মী সমর্থককে আটক করা হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ মার্চ – ২২ মার্চ ২০২৪

মেষ রাশি : অর্থের অপব্যয়ের দরুণ ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। কর্মস্থলে দূরে বদলির হওয়ার সম্ভাবনা। কর্ম্মোন্নতির সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভফল লাভের সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি হলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ২১ বার 'দুর্গা নাম' জপ করুন।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূলতা সত্বেও অগ্রগতির সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের থেকে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্ক সুখকর হওয়ার সম্ভাবনা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। গবেষণার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ৪১ বার 'ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ' জপ করুন।

মিথুন রাশি : বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতেপারে। কর্মক্ষেত্রে অতি সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন। নতুবা বিপত্তি ঘটতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। মামলায় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। ব্যবসায় সফল লাভ কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। শিক্ষার্থীদের শুভ। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ২৩ বার 'ওঁ বুধায় নম' জপ করুন।

কর্কট রাশি : পারিবারিক বিষয় নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে না পড়াই ভালো। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। দাহ্যশীল পদার্থ, বিদ্যুৎ থেকে সাবধান। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ৪৪ বার 'ওঃ মন্দায় নমঃ' জপ করুন।

সিংহ রাশি : প্রশাসনিক স্তরে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা এবং বদলির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। অর্থের অপব্যয় হওয়া সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় অগ্রগতি।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়ম প্রতিদিন পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : যে কোনো কর্মে বাধা বিপত্তি বা বিলম্ব। ভুল সিদ্ধান্তে বিপত্তি ঘটতে পারে ব্যবসায়। শুভ অনুষ্ঠানে গোলযোগের সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। ঋণ পরিশোধে বিলম্ব। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে।

প্রতিকার : ২৩ বার প্রতিদিন 'ওঁ নমো নারায়ণায় নম জপ করুন।

তুলা রাশি : আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্যে বাধা। সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতি, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৩৩ বার 'ওঁ শুক্রায় নম' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুর কার্যকলাপে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। লটারি বা ফাটকায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। পারিবারিক ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। গৃহে প্রবাসীর আগমনে উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার গরিবদের ভোজন করান।

ধনু রাশি : বন্ধুবেশী শত্রু থেকে সাবধান। চুরি বা পকেটমারি বা যেকোন আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতার দরুন বিপত্তি ঘটতে পারে। সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। অর্জিত অর্থ পেতে সমস্যা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ রাহবে নমঃ' জপ করুন।

মকর রাশি : সম্পত্তি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনের স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা। উপার্জন বৃদ্ধি পেলেও স্বামী স্ত্রী এবং সন্তানের জন্য অধিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সঞ্চয়ে বাধা। প্রতিকূলতা সত্বেও কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ১১ বার প্রতিদিন 'গণেশায় নমঃ' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক সমস্যা সমাধানের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য কর্মক্ষেত্রে সুফল লাভের ক্ষেত্রে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন নতুবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। ঋণ গ্রহণের পরিকল্পনা হতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার গরিব ব্যক্তিদের ভোজন করান।

মীন রাশি : পারিবারিক দায় দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে অতিরিক্ত পরিশ্রম ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অপরিচিত ব্যক্তিকে ধার দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে।

প্রতিকার : ২১ বার প্রতিদিন 'ওঁ বৃহস্পতেই নমঃ' জপ করুন।

কাজের খবর

৪৯০জন জুনিয়র এক্সিকিউটিভ নেবে এয়ারপোর্ট অথরিটিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া 'জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ইলেক্ট্রনিক্স)', 'জুনিয়র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল)', 'জুনিয়র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেক্ট্রিক্যাল)', 'জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ইনফর্মেশন টেকনোলজি)' ও 'জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (আর্কিটেকচার)' পদে ৪৯০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য।

জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ইঞ্জিনিয়ারিং–সিভিল): সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে। ৪০,০০০– ১,৪০,০০ টাকা। শূন্যপদ। ৯০টি (জেনাঃ ৪০. ই.ডব্লু এস ৬. ও.বি.সি. ২২, তাজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ৭)। সিরিয়াল নং : ২. জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেক্ট্রিক্যাল)। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পুরো সময়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে: ৪০,০০০–১,৪০,০০ টাকা। শূন্যপদ: ১০৬টি (জেনাঃ ৫২, ই.ডব্লু এস. ১১, ও.বি.সি. ২০, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ৭)। সিরিয়াল নং: ৩. জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ইলেক্ট্রনিক্স): ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন বা, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পুরো সময়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে: ৪০,০০০–১,৪০,০০ টাকা। শূন্যপদ : ২৭৮টি (জেনাঃ ১৩৭, ইব্লু এস. ২৭, ও.বি.সি. ৬১, তঃজাঃ ৪১, তঃউঃজাঃ ১২)। সিরিয়াল নং: ৪. জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ইনফর্মেশন টেকনোলজি): কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, আই.টি, বা, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পুরো সময়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। এম.সি.এ. কোর্স পাশরাও যোগ্য। মূল মাইনে: ৪০,০০০–১,৪০,০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৩টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ১. ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১)। সিরিয়াল নং: ৫. জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (আর্কিটেকচার): আর্কিটেকচারের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। আর্কিটেকচার কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। মূল মাইনে: ৪০,০০০–১,৪০,০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ)। সিরিয়াল নং: ১.ওপরের সব পদের বেলায় 'গেট' পরীক্ষায় স্কোর করে থাকতে হবে। ২০২৪ সালের 'গেট' পরীক্ষার্থীরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–৫–২০২৪'এর হিসাবে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। চাকরি হবে ভারতের যে কোনো জায়গায়। বিজ্ঞপ্তি নং : 02/2024/CHQ, Dated: 16.02.2024.

প্রার্থী বাছাই হবে টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২ এপ্রিল থেকে ১ মে'র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.aai.aero এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৩০০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। যাঁরা এক বছরের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং করেছেন, তাঁদেরও ফী দিতে হবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

হোটেল ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি কোর্সে ভরতি শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের ২১টি হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে, ২৭টি রাজ্য সরকারের ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টে, ২৯টি প্রাইভেট হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে আর ১টি পি.এস.ইউ. ইনস্টিটিউটে 'হসপিটালিটি অ্যান্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বি.এসসি.' কোর্সে ভরতির এন্ট্রান্স পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটেরিং টেকনোলজির (NCHM&CT) স্বীকৃত এই কোর্স। ইংরিজি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা আবেদনের যোগ্য। এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৪'র হিসাবে ২৫ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ১–৭–১৯৯৯ বা, তারপর। তপশিলীদের বেলায় বয়স হতে হবে ২৮ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ১–৭–১৯৯৬ বা, তারপর। ৩ বছরের কোর্স। ফী ২ লাখ টাকার কিছু বেশি। সীট প্রায় ১১,৯৬৫টি। এর মধ্যে কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টে ৩৮০টি, স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, দুর্গাপুর–১২০টি, স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, গ্যাংটক–৮০টি। আই.এইচ.এম. ভুবনেশ্বরে– ২৩০টি, আই.এইচ.এম. গুয়াহাটিতে–১৩০টি, আই.এইচ.এম. শিলঙয়ে–১৬০টি।

প্রাইভেট ইনস্টিটিউট: গুরুনানক ইনস্টিটিউট, কলকাতা। সীট ৬০টি। চিৎকারা স্কুল অফ হসপিটালিটি, পাতিয়ালা, পঞ্জাব–১৫০টি। রঞ্জিতা ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ভুবনেশ্বরে ১২০টি। তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধীদের জন্য যথারীতি সীট সংরক্ষিত। সেশন শুরু জুলাইয়ে। প্রার্থী বাছাই করবে 'ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি', ২০২৪ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স (NCHM JEE–2024) পরীক্ষার মাধ্যমে। কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সি.পি.টি.) পরীক্ষা হবে ১১ মে, সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত। এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, শিলিগুড়ি, ভুবনেশ্বর, জামশেদপুর, পটনা, গুয়াহাটি, শিলং।

লিখিত পরীক্ষায় ৩ ঘন্টার ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড–৩০টি, (২) রিজনিং অ্যান্ড লজিক্যাল ডিডাকশন–৩০টি, (৩) জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স–৩০টি, (৪) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ– ৬০টি, (৫) অ্যাপ্টিটিউট ফর সার্ভিস সেক্টর– ৫০টি। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৪ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। ফল বেরোবে জুনে। এরপর কাউন্সেলিং হবে। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন ওয়েবসাইট থেকে। বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে www.nta.ac.in/ www.ntanchm.nic.in দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়ে বসাই টে www.nchmjee.nta.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো (১০–২০০ কেবির মধ্যে), সিগনেচার (৪–৩০ কেবির মধ্যে) স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন অ্যাপ্লিকেশন নম্বর ও পাশওয়ার্ড পাবেন। এরপর স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ (ই.ডব্লু.এস. ৭০০, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও রূপান্তরকামী হলে ৪৫০) টাকা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ডে কিংবা ই–চালানে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। ফর্মে ভুল হলে সংশোধন করতে হবে ২ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিলের মধ্যে। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

মারণব্যাধি যক্ষ্মা

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যক্ষা বা টিবি রাজ রোগ হিসেবে বর্ণিত হতো। একটি বহুল প্রচলিত কথাই ছিল যে যার হয় যক্ষা তার নাই রক্ষা। ২০২২ সালে যক্ষা আক্রান্তের নিরিখে ভারতের স্থান বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) রিপোর্ট অনুযায়ী ওই এক বছরে বিশ্বে মোট ৭৫ লক্ষ মানুষ যক্ষা আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে প্রায় ২৮.২ লক্ষ (২৭%) রোগী ভারতের। যক্ষা আজও অন্যতম একটি সংক্রামক মারণ ব্যধি।

যদিও সংখ্যার নিরিখে ডায়াগনোস্ড রোগীর সংখ্যা ভয়ানক মনে হলেও বিভিন্ন প্রকার ওষুধের সঠিক প্রযোগে চিকিৎসার সাহায্যে এই রোগকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব। সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে ডটস (DOTS) বা ডাইরেক্টলি অবজারভ্ড থেরাপি শর্ট কোর্স, যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে ডটস সেন্টারে রোগীর ওষুধ গ্রহণের ফলে যক্ষা চিকিৎসায় এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। যক্ষা রোগের সংক্রমণ মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামে একটি ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে হয়ে থাকে। প্রধানত ফুসফুসের রোগ ছড়াতে পারে। সাধারণত রোগীর সাথে যারা অনেক সময় অতিবাহিত করেন অর্থাৎ বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সদস্যের মধ্যে এই রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা বেশি। তবে রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় না। যক্ষা জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত ব্যক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি বেশি হয় তাহলে যক্ষা জীবাণু নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং যক্ষার কোন উপসর্গ দেখা যায় না। প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে এই রোগের প্রকাশ ঘটে এবং ফুসফুসের যক্ষায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাই সর্বাধিক। আক্রান্ত রোগীর প্রধান উপসর্গগুলি হলোঃ

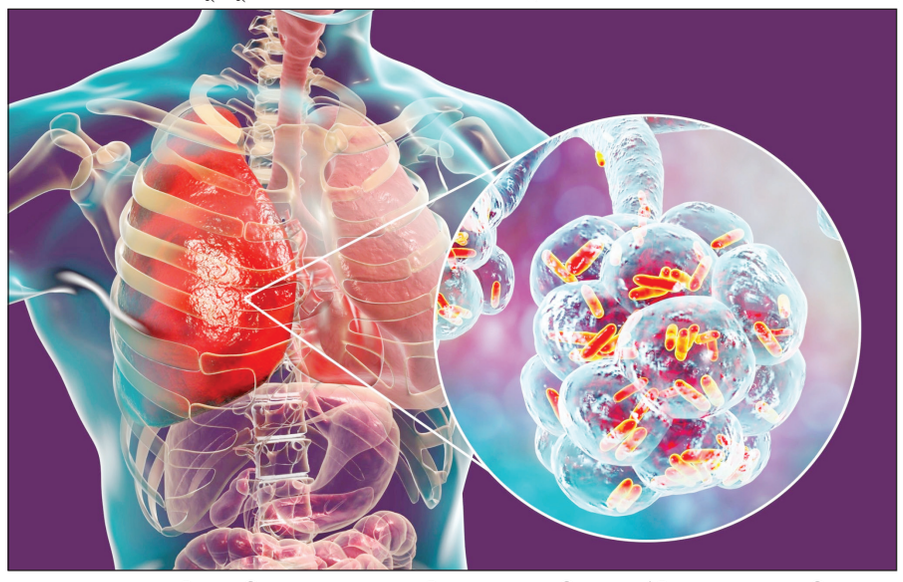

১.তিন সপ্তাহের অধিক কাশি ভালো না হওয়া।

২.থুতু বা কফের সাথে রক্ত বের হওয়া।

৩.সন্ধ্যার দিকে জ্বর এবং রাতে ঘাম দেওয়া।

৪.কারণ ছাড়াই ওজন হ্রাস ও ক্লান্তি।

৫.ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি।

তবে চিকিৎসা শুরু হবার কিছুদিনের মধ্যেই রোগীর সংক্রমণ করার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় । এছাড়া বিসিজি টিকা শিশুর জন্মের অনতিবিলম্বে দেওয়ার ফলে এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জন্মায়।

রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে থুতু পরীক্ষা এবং বুকের এক্সরে করা হয়ে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে ডটস পদ্ধতিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী যক্ষার চিকিৎসা সম্ভব। সাধারণত ৬ মাসের চিকিৎসায় রোগ নির্মূল হয়। তবে আক্রান্ত অঙ্গের ওপর রোগের চিকিৎসার সময় নির্ভর করে। আজকাল এমডিআর বা মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিবির উপস্থিতি চিকিৎসকদের কাছে উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে এবং সেক্ষেত্রে প্রায় দু'বছর অবধি সময় লাগতে পারে রোগ সম্পূর্ণ ভাবে সারতে।

শব্দবার্তা ২৮৭

■	■	■	১		২	■	৩
■				■		■	
■		■	৫				
৬				■	■	■	
	■	■	■	৭		৮	
৯		১০			■		■
	■		■	১১			■
	■	১২			■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। হুকুমনামা, আদেশপত্র ৪। শাক বিশেষ ৫। বর কনে যে কক্ষে বিয়ের প্রথম রাত কাটায় ৭। উত্তমর্ণ ৯। সময় কাটানো ১১। হনু ১২। নীচ, অধম।

উপর–নীচ

১। খবর, বার্তা ২। — লাঠি, একের বোঝা ৩। জবাব বা সাড়া দেওয়া ৪। বৃক্ষ ৩। জবাব বা সাড়া দেওয়া ৪। বৃক্ষ ৬। পুরোপুরি না হলেও মোটামুটিভাবে ৭। প্রেমিক ৮। বন, অরণ্য ১০। পরম।

সমাধান : ২৮৬

পাশাপাশি : ১। অপকার ৪। সিন্ধুঘোটক ৫। জনয়িতা ৭। ক্ষুরধার ৯। পরিবর্তিত ১০। মহলত।

উপর–নীচ : ১। অধিরাজ ২। রসিকতা ৩। আটকে বাঁধা ৬। নজররাখা ৭। ক্ষুদ্রতম ৮। রণপোত।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

কাশিনগর বাসস্ট্যান্ডে আগুন

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার :গত বুধবার ভোর বেলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা রায়দিঘি থানা অন্তর্গত কাশিনগর বাসস্ট্যান্ডে পুলের নিচে আবর্জনার স্তূপে আগুন লেগে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা এত তীব্র ছিল যে কোনভাবে আয়ত্বে আনা যাচ্ছিল না। এলাকার দোকানদাররা বালতি করে জল দিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করে। অবশেষে ফায়ার বিগেটে ফোন করা হয়। ফোন পাওয়া মাত্র জয়নগর থেকে আসা দমকল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশের দোকানগুলি আগুনে হাত থেকে বেঁচে যায়। অভিযোগ, আগেও এইরকম ঘটনা ঘটেছিল। তবে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

ভূমিহীন উদ্বাস্তুদের পাট্টা বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : গত মঙ্গলবার দুপুরে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ক্যানিং ১ ব্লকের ১০০জন ভূমিহীন উদ্বাস্তুদের জমির পাট্টা বিলি করলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস,জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অরিত্র বোস,শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রদ্যুৎ রায় সহ অন্যান্যরা। বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস জানান , '১০০ জন ভূমিহীন উদ্বাস্তুদের নিঃস্বত্ব দলিল প্রদান করা হয়েছে।' বিভিন্ন প্রান্তের ২৮ জন ভূমিহীন উদ্বাস্তুদেরকে নিঃস্বত্ব দলিল প্রদান করা হয়। এদিন বাসন্তী ব্লক অফিসে দলিল প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী ব্লকের বিডিও সঞ্জীব সরকার,জয়েন্ট বিডিও সামিম আহমেদ,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভূমি ও উদ্বাস্তু সভাপতি প্রশান্ত রায়,বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, সহ সভাপতি আতিয়ার রহমান মোল্লা,পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নূর ইলাহী গাজী,জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ নস্কর,বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল মান্নান গাজী(মন্টু),আব্দুল্লা আলি সেখ সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। বাসন্তী'র বিডিও সঞ্জীব সরকার জানিয়েছেন, 'সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাসন্তী ব্লকের ২৮ জন ভূমিহীন উদ্বাস্তুদেরকে সরকারী ভাবেই নিঃস্বত্ব দলিল প্রদান করা হয়েছে।'অন্যদিকে ভূমিহীন উদ্বাস্তু টুম্পা রায়, অলোকেশ সরকার'রা জানিয়েছেন রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী'র জন্য আমরা সরকারিভাবে জমির দলিল পেয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়ায় আনন্দিত।

পানীয় জলের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি,দক্ষিণ দিনাজপুর : গত তিন বছর ধরে গ্রামে জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। একাধিকবার পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ না হওয়ায় বুধবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপুর এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় শতাধিক মহিলা। রাস্তা অবরোধের জেরে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে বালুরঘাট–তপন রাজ্য সড়কে। রাস্তার উপর বালতি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন মহিলারা। অবরোধকারীদের সাফ দাবি পানীয় জলের ব্যবস্থা না হলে কোনো ভাবেই অবরোধ তুলবেন না। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পানীয় জল না পাওয়ায় পুকুরের জল ব্যবহার করতে হচ্ছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস প্রশাসনের।

নতুন জেটি চালু, খুশি যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসানে মিটলো যাত্রী সাধারণের দুর্ভোগ। মঙ্গলবার ভার্চুয়ালি দক্ষিন ২৪ পরগনার নুরপুর জেটির উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশ কিছু বছর ধরে নুরপুরের এই ঘাটটি দিয়ে হাতে করে নিয়ে যাতায়াত করতে হতো বেশ কয়েকটি জেলার মানুষকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নুরপুরে হুগলি নদীর উপর আধুনিক মানের জেটি তৈরি হওয়ায় খুশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার নিত্যযাত্রীরা। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা নুরপুর জেটি থেকে হাওড়ার গাদিয়াড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরে গেঁওখালিতে যাতায়াত করেন যাত্রীরা। দীর্ঘদিন জেটি না থাকার কারণেই প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হতো নিত্য যাত্রীদের।

অবশেষে জেটি পেয়ে খুশি নিত্যযাত্রীরা। নতুন জেটিতে যাত্রীদের সুবিধার্থে ব্যবস্থা করা হয়েছে শৌচালয়, বিশ্রামাগার,স্মার্ট গেটে। পুরো জেটি এলাকার নিরাপত্তার জন্য লাগানো হয়েছে সিসি টিভি।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজ করার দাবি

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার অন্যতম বৃহৎ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। এই হাসপাতালে প্রতিদিনই সুন্দরবনের ক্যানিং, বাসন্তী, জীবনতলা, গোসাবা, বারুইপুর, কুলতলি এমন কি উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখাঁ সহ বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষজন চিকিৎসার জন্য এখানে আসেন। এবার সেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালকে যাতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রুপান্তরিত করা হয় সেই আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কে চিঠি দিলেন ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশরাম দাস।

উল্লেখ্য ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় চালু হয় ক্যানিং মহকুমা। এরপর ২০০৬ সালে প্রায় ৩৫ বিঘা জমির উপর গড়ে ওঠে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা এলাকায় প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের বসবাস। ফলে প্রতিনিয়ত এই হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যাও। বিগত বাম সরকারের আমলে ভেঙে পড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা। এমন অভিযোগ তুলেছিলেন তৎকালীন বিরোধী দল গুলির মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালেরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।এই হাসপাতালে একের পর এক উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা এসেছে। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান থেকে শুরু করে ব্লাড ব্যাঙ্ক, সিটি স্ক্যান, এক্সরে, সিসিইউ, ২৫১ শয্যা বিশিষ্ট মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব এই হাসপাতালের পরিষেবার ক্ষেত্র বাড়িয়েছে। ক্যানিং মহকুমাবাসীদের দাবি যেহেতু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি রয়েছে তাই সেখানে গড়ে তোলা হোক মেডিকেল কলেজ। এখানে মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠলে সুন্দরবনের বহু ছাত্র ছাত্রীরা ডাক্তারী পড়ার জন্য উপকৃত হবেন।

বর্তমানে সেই দাবী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ক্যানিং মহকুমা এলাকার জন্য কোটি কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষনা করেছেন। উন্নয়নের কাজ চলছে। সুন্দরবন বাসীদের কথা মাথা রেখে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালকে যাতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উন্নিত করা হয় তার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কে চিঠি দিয়েছি। আশা করি সুন্দরবনের মানুষের কথা ভেবে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন।'

এবিষয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের অভিজ্ঞ এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, এই মহকুমা হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজ উন্নিত করার মতো পরিবেশ রয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিভাগীয় দফতর সিদ্ধান্ত নেবে।"

উল্লেখ্য, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সিসিইউ বেড ছিল ১২টি। মঙ্গলবার আরো ১২টি হায়ব্রেড সিসিইউ বেড চালু হয়। ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পরেই এদিন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের হায়ব্রেড সিসিইউতে ঘুরে পরিদর্শন করেন ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশরাম দাস,ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং,ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল সুপার ডাঃ পার্থ প্রতিম কয়াল, সহকারী সুপার বসুমিতা আঢ্যি, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস, প্রদ্যুৎ রায় সহ অন্যান্যরা।

ভরা কোটালে সুন্দরবনের গোমর নদী বাঁধে ফাটল, এলাকায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : অমাবস্যার ভরা কোটালে নদীবাঁধে ব্যাপক ফাটল দেখতে পেয়ে গত সোমবার রাতেআতঙ্ক ছড়ালো গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া পঞ্চায়েতের দয়াপুর এলাকায়। সেখানে গোমর নদীর বাঁধে প্রায় পঞ্চাশ ফুট ফাটল দেখতে পায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা।এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। যদিও ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রশাসনিক স্তরে বাঁধ মেরামতিতে জোর দেওয়া হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সোমবার সারারাত বাঁধে মেরামতির কাজ চলে।

জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মন্ডল জানিয়েছেন, সুন্দরবনের গোমর নদীবাঁধে প্রায় ৫০ ফুট ফাটল দেখা দিয়েছিল। আমরা জানতে পারার সাথে সাথে নদীবাঁধের ফাটল মেরামতির কাজ শুরু করি যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। সারারাত বাঁধ মেরামতির কাজ করা হয়। বর্তমানে আতঙ্কের কোন কারণ নেই।'

চুনাখালি ফেরিঘাটের নবনির্মিত গ্যাংওয়ে এবং পল্টুন জেটি উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : অবশেষে গ্যাংওয়ে এবং পল্টুন জেটির মাধ্যমে বাসন্তী চুনাখালির সাথে জুড়ে গেল গোসাবার শম্ভুনগর দ্বীপ। দীর্ঘদিন বয়ে চলছে সুন্দরবনের হানা নদী। গোসাবার শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ এতদিন খেয়া পারাপারের মধ্যদিয়ে যাতায়াত করতেন। চুনাখালি থেকে ভুটভুটি করে পারাপার হতেন। বর্ষার সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতেন সাধারণ মানুষ থেকে রোগী ও গর্ভবতী মায়েরা। এলাকার মানুষের দাবি ছিল হানা নদীর উপর কংক্রীটের ব্রিজ তৈরি হলে যাতায়াতের সুবিধা হবে। প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা ভেবেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন রাজ্য সরকারের পরিবহন দফতর। অবশেষে রাজ্য সরকারের পরিবহন দফতরের উদ্যোগে সুন্দরবনের মানুষের যাতায়াতের জন্য হানা নদীর উপর তৈরি হয় গ্যাংওয়ে এবং পল্টুন জেটিঘাট। মঙ্গলবার ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এই জেটি ঘাটের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য গ্যাংওয়ে এবং পল্টুন জেটিঘাটের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল, বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত সমাজসেবী শিক্ষক নিমাই মালি সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

পাট্টা জমি দখল, কাঠগড়ায় তৃণমূল সদস্যার ভাসুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : তাপাসপুর গ্রামে পাট্টা জমি দখল করার অভিযোগ উঠল দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্যা সবিতা ডোমের ভাসুর আশীষকুমার ডোম এবং তৃণমূল নেতা পাঁচু বাগদীর বিরুদ্ধে। সবিতার স্বামী বিপদতারণ ডোম চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, তাপাসপুর গ্রামের নন্দদুলাল অধিকারী ১৯৮৫ সালে আর এস কেস নম্বর ৫/৮৫, ২০২৪ সাল বর্তমান এলআর খোতিয়ান ২৪৩২, দাগ নং–২০৬০ চার

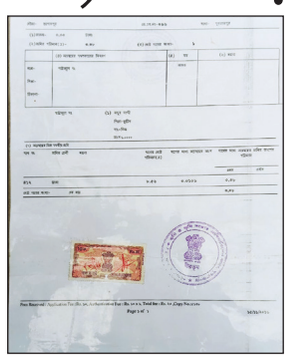

শতক জায়গা পাট্টা পেয়েছিল। ওই জায়গায় আশীষকুমার ডোম জোরপূর্বক বাড়ি করে। বাকি জায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরে নেয়! নন্দদুলাল অধিকারী বলেন, ১৯৮৫ সালে পাট্টা পেয়েছিলাম। আশীষ ডোম জোর করে ঘিরে নিচ্ছে। আমার ছেলেকে প্রাণে মেরে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল আশীষ ডোমের লোকজন। তখন থানা অভিযোগ নেয় নি। টিএমসি বলে দিলে থানা অভিযোগ নেবে। লক্ষ্মী বাগদী বলেন, আমার শ্বশুর মথুরা বাগদী পাট্টা পেয়েছিল। শ্বশুরের নামে খাজনা কাটায়। আমরা বিজেপি মিটিং–এ একবার গিয়েছিলাম তাই ৪১৭ দাগ নং এ জোর করে পাট্টা পাওয়া জায়গা তৃণমূল নেতা পাঁচু বাগদী দখল করে নিয়েছে। তৃণমূল পার্টির কাছে গিয়েছি, হাতে পায়ে ধরেছি তাতেও কাজ হয়নি। অভিযুক্ত আশীষকুমার ডোমের স্ত্রী সোহাগী ডোম বলেন, উনি যে জায়গার কথা বলছেন সেটা আলাদা জায়গা হতে পারে। আমরা এখানে বহুবছর ধরে বসবাস করি। আমরা ২০৬০ দাগ নং এ পাট্টার জন্য আবেদন করেছি। চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বিপদতারন ডোম বলেন, খাস জায়গা ছিল। খাস জায়গা থাকলে যা হয়, দখল করে নেয় সেটাই হয়েছে।

হারিয়ে যেতে বসেছে হাওড়ার জনপ্রিয় লৌকিক উৎসব ঘেঁটু

দীপংকর মান্না : বাঁকুড়ার ভাদু, পুরুলিয়ার টুসু ও মালদহের গম্ভীরার মতো জনপ্রিয় হাওড়ার ঘেঁটু। ঘেঁটু বা ঘন্টাকর্ণ হাওড়ার এক লৌকিক দেবতা। ফাল্গুন সংক্রান্তিতে হয় ঘেঁটু পুজো। ৩দিন ধরে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে চলে মাগন। ঘেঁটুর উল্লেখ পাওয়া যায় মধ্যযুগের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে।

আমতার মেলাই বন্দ্যে পুরাসের ঘেঁটু
ঘুরালেন মাখাল বন্দ্যে হাসানের বটু।

এখানে 'আমতা' হল হাওড়ার এক নগর। আর 'পুরাস' হল আমতার (বর্তমানে পেঁড়ো থানা) এক প্রান্তিক গ্রাম। তাই বলা যেতে পারে ঘেঁটু হাওড়া তথা আমতার নিজস্ব সংস্কৃতি। হাওড়া ছাড়া হুগলি, বাঁকুড়া ও দুই ২৪ পরগনার কিছু গ্রামেও ঘেঁটুর চল আছে।

পুরান থেকে জানা যায় ঘেঁটু বা ঘন্টাকর্ণ চর্মরোগের দেবতা। পিশাচকূলে এর জন্ম। তিনি ঘোর বিষ্ণু বিদ্বেষী। তিনি নাকি দেবকুমার ছিলেন। এক সময় অমার্জনীয় অপরাধের জন্য বিষ্ণু তাঁকে অভিশাপ দেন। ফলে দেবকূলের পরিবর্তে পিশাচকূলে জন্ম নিতে হয়। তাই তিনি বিষ্ণুকে মোটেই সহ্য করতে পারেন না। এমনকী বিষ্ণুর নাম যাতে কানে না ঢোকে, তার জন্য দু'কানে বড় বড় ঘন্টা বেঁধে রাখেন। কর্ণে ঘন্টা থেকে নাম হয় ঘন্টাকর্ণ। ঘেঁটুর কোনও মূর্তি বা মন্দির নেই। তাই

নিত্য পুজো হয় না। তবে কোনো কোনো স্থানে অপরাপর দেবদেবীর আভরণ দেবতা হিসাবে ঘেঁটু নিত্যপুজো পেয়ে থাকেন। হাওড়া জেলার পাঁচলার জুজারসাহা ও আমতার পুরাস গ্রামে নাকি ঘেঁটুর একসময় নিত্যপুজো হত।

ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন সকালে ঘেঁটুর পুজো হয়। সাধারণত গ্রামের জলাশয়ের ধারে বা তে'মাথার মোড়ে এই পুজো হয়ে থাকে বেশি। দেবতা ও পুজো বেশ অভিনব। একটি ভাঙা কুলোর ওপর মুড়ি ভাজার খোলা উপুড় করে রাখা হয়। এবার একতাল গোবরের ওপর কয়েকটি পিটুলি ফল,কড়ি, টাটকা ভাঁটফুল (ঘেঁটুফুল) একটি হলদে কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়। নৈবদ্য বলতে চাল আর মুসুরডাল। এই পুজোর নেই কোনও মন্ত্র। লাগে না পুরুত ঠাকুর। গ্রামের কোনও বয়স্কা মহিলা এলোকেশে লাঠি দিয়ে ভাঙে ঘেঁটু। ভাঙা খোলার কুচি ও কড়ি কুড়ানোর জন্য পড়ে যায় হুড়োহুড়ি।

দুপুরে ছেলেছোকরার দল কাল্পনিক ঘেঁটু তৈরি করে। একটা কাঠের চৌকিকে উপুড় করে সাজানো হয় নীল,লাল, হলুদ কাগজ দিয়ে। চৌকির ভিতরে রাখা হয় নানা ধরনের পুতুল। পুতুলের ফাঁকে ফাঁকে দেওয়া হয় ঘেঁটুফুল(ভাট ফুল)। আধুনিক ছেলেরা চৌকির ভিতর লাগিয়ে রাখে ব্যাটারি চালিত টুনি ল্যাম্প। কোথাও কোথাও রেকাবে বা ডিশে ঘেঁটু ফুল ও পুতুল দিয়ে সাজানো হয় ঘেঁটু।

সন্ধ্যায় সাজানো ঘেঁটু লাঠি দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যায় বাড়ি বাড়ি। কেউ কেউ ঘেঁটু নিয়ে যায় মাথায় করে। এবার বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে গেয়ে নেচে কুঁদে চলে 'মাগন'। চাল, ডাল, তেল, আলু, টাকাপয়সা। ৩দিন ধরে চলে এই 'মাগন' পর্ব। আগে ১মাস ধরে চলতো এই মাগন। হাওড়ার বাগনান–শ্যামপুরে ক্যালেন্ডার বা পট দেখিয়ে চলে 'মাগন' পর্ব। 'মাগন' শেষে চলে মহা ভুরিভোজ। তাতে থাকে অনাবিল আনন্দ ও মজা, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বর্তমান নগর সভ্যতায় উদ্ভট কালচার ও মোবাইল ফোন আসক্তে 'ঘেঁটু' আজ অবলুপ্তির পথে। কচিকাঁচাদের পড়াশোনার বোঝা, বারবার পরীক্ষা ও করোনা আবহে বাড়ি বাড়ি মাগনে পড়েছে ভাটা।

আমতার মান্দারিয়া গ্রামে 'সত্যচরণ সম্প্রদায়' নামে ছিল এক জনপ্রিয় ঘেঁটুর দল। ছিল শিল্পীদের নিজস্ব হলুদ রঙের পোশাক। এদের গান শোনার জন্য পাড়ার মানুষ মুখিয়ে থাকতো। 'লোক সংস্কৃতি' উৎসবে ঘেঁটু গানে জেলা তো বটেই, রাজ্য থেকেও পেয়েছে প্রশংসার তকমা। বর্তমানে এই দলের দু'একজন ছাড়া সবাই প্রয়াত হয়েছেন।

বর্তমানে ছেলেমেয়েদের পার্বিক পরীক্ষার জন্য ঘেঁটুর চল কমেছে। হাতে হাতে স্মার্টফোন ঘেঁটু গানকে কুরে খেয়েছে। তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, হাওড়ার নিজস্ব সম্পদ ঘেঁটু ও জনপ্রিয় ঘেঁটু গান কি হারিয়ে যাবে!

ফিরে দেখো ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বেহালার এম, এল, এ, মুখ খুলতে নারাজ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত বছর অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বেহালা পূর্ব–কেন্দ্রের বিধান সভার সদস্য শ্রীইন্দ্রজিৎ মজুমদার বেশ জোর গলায় আলিপুর বার্তার প্রতিনিধিকে জানিয়েছিলেন পূর্তমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে বেহালার রাস্তা চওড়া হবেই এবং দোকানদারদের বিক্ষোভ দেখা দিলে স্থানীয় যুবশক্তিকে সরকারী কাজের সহায়তায় কাজে লাগান হবে।

এম, এল, এ,–র বক্তব্য শুনে সেদিন আলিপুর বার্তার মন্তব্য করা হয়েছিল বেহালার রাস্তা নিয়ে পলিটিক্স যতদিন না বন্ধ হচ্ছে ততদিন রাস্তা চওড়া শুধু কথার কথা এবং এম, এল, এ,–র এই সমস্ত ঘোষণা হাসির খোরাক হবে। আজ সত্যি সত্যিই দেখা গেল জানুয়ারী নয় মার্চ্চ শেষ হতে চলল কাজের অগ্রগতি সেই ১২০ ফুট না ৯০ ফুট সেই স্তরেই পড়ে আছে। শ্রীমজুমদার মহাশয়কে তাঁর প্রতিশ্রুতির হাল কি? প্রশ্ন করা হলে শুধু বলেন, 'এ ব্যাপারে কিছু বলব না'।

৮ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা, ১৬ই মার্চ, ১৯৭৪, ২রা চৈত্র, ১৩৮০, শনিবার।

বাখরাহাট–রায়পুর মোড়ে যানজটে নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সাতগাছিয়া বিধানসভার বাখরাহাট রায়পুর মোড় একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এই মোড়ের একদিকে চলে গেছে আমতলা যাবার রাস্তা অন্যদিকে চলে গেছে ৭৫ নম্বর বাস রুট স্টপেজ এবং একদিক চলে গেছে চড়িয়াল রোড। টোটো–অটোর পাশাপাশি সরকারি বেসরকারি বাস ট্রাক এই পথে চলাচল করে। কিন্তু রায়পুর মোড়ে রাস্তার দুদিকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অটো। সকাল থেকেই এই মোড়ে শুরু হয়ে যায় যানজট। প্রতিদিনই নিত্যযাত্রীদের নাজেহাল হতে হয়। বিশেষ করে শনিবার এবং মঙ্গলবার বাবা বড় কাছারি ধামে বিশেষ পুজো থাকার কারণে প্রচুর ম্যাটাডোর সহ অন্যান্য গাড়ি আসে বাইরে থেকে। রায়পুর মোড়ে হাতেগোনা দু একজন সিভিক পুলিশ থাকলেও তারা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে কার্যত ব্যর্থ। সাধারণ মানুষদের দাবি রাস্তার দুদিকে অটো না রেখে অন্যত্র অটো রাখার ব্যবস্থা করা হোক। তা না হলে কিছুতেই যানজট থেকে মুক্ত হবে না বাখরাহাট রায়পুর মোড়। সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর জানালেন, বাখরাহাট রায়পুর মোড়ের যানজট নিয়ে আমিও চিন্তিত। স্থানীয় অটো ইউনিয়নের লোকেদের সঙ্গে কথা হচ্ছে যাতে তারা বিকল্প ব্যবস্থা করে অটো রাখার। বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বুবাই মাল জানান, আমরা এ ব্যাপারে অবশ্যই প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবো।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন বিজেপির

রবীন দাস, নামখানা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে ১০০ দিনের জব কার্ডের কাজের দুর্নীতিসহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে পঞ্চায়েতের সামনে এক গণ ডেপুটেশন দেয় বিজেপি। এই ডেপুটেশন সভায় অনুপ সামন্তের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করে এসএফআইয়ের যুব নেতা সুজয় সরকার, সাগর মণ্ডল। জব কার্ড সহ একাধিক যে দুর্নীতি হয়েছে তিনি তদন্ত করবেন বলে আশ্বাস দেন নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এ বিষয়ে প্রধান গুরুপদ মালি জানান, ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ৬ জনের একটি টিম এসে একটি ডেপুটেশন জমা দেয়, তিনি গ্রহনও করেন। তিনি আরও বলেন, তিনি আসেন আগস্টে, তাঁর আসার পরে এই দুর্নীতি হয়নি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী দু বছর আগে যে সমস্ত লেবাররা কাজ করেছিল মোট সংখ্যা ছিল ৩০৩ যার অর্থের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩ কোটিরও বেশি। বিডিও অফিসের নির্দেশমতো যাদের টাকা প্রাপ্য তারা কেউ জীবিত রয়েছে কিংবা তাদের আধারের কোন অসুবিধা রয়েছে কিনা কিংবা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কোন অসুবিধা রয়েছে কিনা সেই অনুযায়ী তথ্য ইতিমধ্যে নামখানা ব্লক অফিসে জমা করা হয়েছে। তাদের খাতায় টাকা জমা হবে বলেও আশ্বাসও দেন তিনি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১৬ মার্চ – ২২ মার্চ ২০২৪

নির্বাচনী নিরাপত্তা

লোকসভা নির্বাচনের আগে নেতানেত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ সতর্কতা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নেওয়া প্রয়োজন। যদিও এই মুহূর্তে এখনো নির্বাচনী দিনক্ষণ ঘোষণা কয়েক ঘন্টার প্রতীক্ষা। তার আগেই রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বাড়ির ভিতরেই আঘাত পেয়েছেন যা অত্যন্ত উদ্বেগের। রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে সবাই তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। এর আগেও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সময় তিনি চোট পেয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। ভারতবর্ষের মানুষের স্মৃতিতে এখনো উজ্জ্বল ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড ও তাঁর পুত্র রাজীব গান্ধীর দক্ষিণ ভারতে নির্বাচনী জনসভায় আত্মঘাতী হামলায় বোমা বিস্ফোরণে নিহত হবার ঘটনা। ইন্দিরা গান্ধী নিজের বাড়িতেই দেহরক্ষীদের গুলিতে ঝাঁঝড়া হয়ে যান।

ভোটের সময় ভোটকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ ভোটাররা বিভিন্ন সময়ে হিংসার বলি হয়ে থাকেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা কিংবা লোকসভার ভোটগুলিতে প্রাণহানির ঘটনা অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। সম্প্রতি নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কবিন্দ এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশ প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে জানান হয়েছে আগামী ২০২৯ সালে লোকসভা বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলি একই সঙ্গে করানোর। এ ক্ষেত্রে যদি ভারত সরকারের আইনি বৈধতা অর্জন করা যায় তাহলে আগামী দিনে নির্বাচনী নিরাপত্তার পাশাপাশি দেশের আর্থিক সাশ্রয় হবে। যদিও নির্বাচন কমিশন 'অনলাইনে' ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে কোন ভাবনা চিন্তা করেন না। অন লাইনে ভোট প্রক্রিয়া চালু করতে পারলে ভারতের মত বিশাল দেশে বহু প্রাণহানির পাশাপাশি, নির্বাচনী স্বচ্ছতা বাড়ত, প্রাণহানি–হিংসা শূন্য শতাংশে নেমে আসতো।

নির্বাচনী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করে অনেকগুলি পর্যায় ভোট পর্ব চলুক। যতটা প্রাণহানি কমানো যায়। রাজনীতিকরা বিশেষ করে প্রথম সারির নেতা ও নেত্রীরা, যাঁরা সরকারি পদাধিকারী তাঁদের সর্বিক নিরাপত্তার যাতে কোন ত্রুটি না থাকে সে ব্যাপারে দেশের গোয়েন্দা এজেন্সি গুলির ভূমিকা সর্বাধিক। প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এবং প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা নির্বাচনী জনসভায় মানুষের অনেক কাছাকাছি চলে যান জনগণেশের মন পেতে। দেশদ্রোহী, দুঃস্কৃতীরা এবং শত্রুদেশগুলির এজেন্টরা এই সুযোগে যাতে কোন অঘটন ঘটাতে না পারে সে ব্যাপারে অগ্রিম সতর্কতা জরুরি। প্রয়োজনে সীমান্ত ও বিমান বন্দরগুলিতে সতর্কতা আগে থেকেই বাড়ান হোক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

আমাদের বর্তমান রাজা ছিলেন, লীলা নামে তাঁর এক স্ত্রী ছিল। মাত্র কিছুদিন পূর্বে সেই দেহের অবসানে বিদূরথের বর্তমান জন্ম লাভ হয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কিছুদিনের তফাতে বিদূরথের বয়স সত্তর বছর হল কি ক'রে? সরস্বতী বললেন, মরণমূর্ছা স্তিমিত হয়ে এলে, হৃদয়–গৃহের চিদাকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ, তখন গিরিগ্রামের ব্রাহ্মণ–গৃহ, রাজা পদ্মের রাজ্য ইত্যাদি তোমার অন্তরে প্রতিভাসিত হতে থাকে, কালক্রমে সেইগুলিই তুমি ভোগ করেছ। সকলের ক্ষেত্রে একই ভাবে জগদ্‌ভোগ হয়ে থাকে। 'আমি এই, এই গুলি আমার, আমি এই ভোগ–বিলাস করব' ইত্যকার নানা ছবি সুনির্মল আকাশে প্রতিরঞ্জিত হয়ে থাকে।

নদী যেমন এক আবর্ত ছেড়ে অপর আবর্তে ছড়িয়ে প্রবাহ বিস্তৃত হয়, তেমনই জ্ঞান প্রবাহ এক দৃশ্য হতে অপর দৃশ্যে বিস্তৃত হয়। মৃত্যুকালে চিৎ–সূর্য্যে প্রতিরঞ্জিত হয় তা নিতান্তই অসৎ, ভ্রান্তিময়, অবিদ্যাপ্রসূত। সুতরাং পৃথিবী, নগর, পর্বত, নদী, মানুষ, জীব, বংশপরম্পরা সবই অসত্য, এক ও সত্য ব্রহ্মে এইগুলি রঞ্জিত ছবি ছাড়া প্রকৃত কিছু নয়। বিদূরথ বললেন, এসব যদি অসত্যই হয়, তবে অনুজীবি সকল, যেমন পদ্ম, ব্রাহ্মণ পরমাত্মা হতে জন্ম নিয়ে আত্মাতেই অবস্থিত, না অন্যকিছুতে অবস্থিত? এইসব যদি অসত্যই হয়, তবে আত্মাতে সত্যরূপে দৃষ্ট হয় কি করে? সরস্বতী বললেন, সত্যদর্শনে রজ্জুতে মিথ্যা সর্পধারণা না হয় রজ্জুকে রজ্জুই দেখা যায়, আত্মাকে জেনে অর্থাৎ সত্যকে জেনে নিলে অসত্য অন্তর্হিত হয়ে প্রকৃতদ্রষ্টা হওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে 'এই আমি' এই জগৎ ইত্যকার মিথ্যাত্ব নির্মূল হয়ে যায়, শুধুমাত্র ব্যবহার কারণে বাক্যরূপে তা পর্য্যবসিত হয়। ইত্যবসরে সায়ংকালে উপস্থিত হলে, পরস্পর নমস্কার বিনিময় শেষে সেদিনকার সভার বিরতি হল।

পরদিন যথাসময়ে আবার সভা শুরু হল। বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম! যে মানুষ প্রবুদ্ধ হয়নি, তার কাছে এই অসৎ জগৎ বজ্রকঠিন এবং সৎ মনে হয়। স্বপ্নে নিজের মৃত্যু দেখে তা সত্য মনে করে দুঃখ–শোক অনুভূত হয়। মূঢ়তার জন্যই গ্রাম–নগর–পর্বত–নদী প্রভৃতি অসত্য দৃশ্য সত্য রূপে অনুভূত হয়। ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি স্বর্ণে অলঙ্কার দেখেন না, বরং অলঙ্কারে তার কারণস্বরূপ স্বর্ণই দেখেন, সত্যদ্রষ্টা সেই ব্যক্তি জগতকে আকাশরূপেই দেখেন। তারপর সরস্বতী বিদূরথকে বললেন, রাজন্! একদা তোমার স্ত্রী লীলার ইচ্ছানুসারে আমি তোমায় এইসব সত্যকথা বললাম। তোমার মঙ্গল হোক। রাজা বললেন– দেবী! আপনি আশীর্বাদ করুন যেন এক স্বপ্ন থেকে অন্য স্বপ্নে ভাবিত হওয়ার মত এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ না করে আমি যেন সদলবলে পূর্বতন শরীরে ফিরে যেতে পারি।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

অভিজিৎ ফোবিয়া আলেয়ার আলোর মতোই উবে গেল

নির্মল গোস্বামী

চোখে দেখা দুর্নীতি অস্বীকার করে, যিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলেন, তাঁর কথায় বঙ্গবাসীর আশ্বস্ত হবার বা আশার আলো দেখার কোন সুযোগ যে সৃষ্টি হবে না, তা হলফ করে বলা যায়। বাঙালি অনেক আশা নিয়ে প্রাক্তন বিচারক অভিজিৎ গাঙ্গুলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ পিছতে পিছতে যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। ভোট হিংসা আর প্রশাসনিক দুর্নীতি দেখে

দেখে মানুষ যখন হতাশ ও ক্লান্ত। যখন শত অপরাধ অপশাসন, পীড়ন দেখেও বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ নিরাপদ দূরত্বে বা সরকারী বদান্যতার বৃত্তে দাঁড়িয়ে নির্ভেজাল শিল্প চর্চায় মগ্ন। চোরে জোচ্চোরে আর ঠকবাজ নেতাদের শাসন শোষণ থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব মনে করে, এটাকেই বিধিলিপি ভেবে চোখ কান বন্ধ করে জীবনের গড্ডালিকা পার হবার মনস্থ করে ফেলেছে। ঠিক তখনই আবর্জনার ছাই গাদা থেকে ফিনিক্স পাখির মতো কোলকাতা হাই কোর্টের বিচারকের চেয়ারে কেউ একজন বসলেন। যিনি শাসকের রক্ত চক্ষুকে ভয় না পেয়ে তাদের দ্বারা কৃত দুর্নীতি পাঁক সরাতে ব্যস্ত হলেন। পশ্চিমবঙ্গে চাকরি চুরির পাইকারী বাজারের মজুতদার ফড়ে, দালাল থেকে মায় খুচরো ব্যবসায়ী পর্যন্ত কুশীলবদের জেলে হাজতে পুরে, চাকরি হারা হাজার হাজার যুবকযুবতীদের চোখের মণি হয়ে উঠলেন। তাঁর সন্ধান তারা পেল। শাসকের ধমক চমককে পাত্তা না দিয়ে তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েআইনের কসাঘাতে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন শাসক দল ও সরকারকে।

একজন লড়াকু সত্যবাদী বাঙালি বিচারক পেয়ে বাঙালি যখন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ আশার আলো দেখতে শুরু করেছে ঠিক তখনই বিচারপতি গাঙ্গুলি বিচারকের আসন ছেড়ে নেমে পড়লেন রাজনীতিতে।

বাংলাকে দুর্নীতিমুক্ত করাই নাকি তাঁর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি কতটা সফল হবেন সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে দুর্নীতি প্রসঙ্গে যে কথাটা না বললেই নয়, সেটা হল দুর্নীতি সব যুগেই ছিল। তবে সেটা সংঘটিত হত গোপনে। আর তা প্রকাশ পেলে দুর্নীতির নায়করা সমাজে বা রাজনীতিতে ধীকৃত হত। সেই জন্য দুর্নীতির পরিসংখ্যানও কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে দুর্নীতি আর সমাজের সকল স্তরে ঐতিহাসিক রায়ে অনেক অবৈধ চাকরী প্রাপক চাকরি হারালেন এবং অনেক যোগ্যরা তাদের হকের চাকরি পেয়ে আপ্লুত হলেন। 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে' এই শাশ্বত ধারণাকে তিনি অনেকাংশে পাল্টে দিলেন। শুধু রায় নয়– বিভিন্ন মামলায় তাঁর পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যে আপামর বাঙালির মনে আলোড়ন সৃষ্টিহল। অপরাধীরা শাস্তি পাবে এই আশা দৃঢ় হল। অতল, অন্ধকারের মধ্যে মানুষ আশার আলো দেখলেন। সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একজন শিরদাঁড়া সোজা বাঙালির

লাগাতার আক্রমণেও ভোটের মুখে উদ্বেগহীন মমতাকে দেখে 'বিস্মিত' বঙ্গবাসী

দেবাশিস রায়

নিয়োগ দুর্নীতি, আর্থিক বেনিয়ম, স্বজনপোষণ, সন্ত্রাস, সন্দেশখালি কাণ্ড, একের পর এক ঘটনায় ঘরে–বাইরে কার্যত সাঁড়াশিচাপে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসকদলকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে রাজনীতির ময়দান রীতিমতো তোলপাড়।১৮তম লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট যত এগিয়ে আসছে এসব নিয়ে শাসকদলের দিকে বিরোধীদের আক্রমণের ঝাঁঝও তত বেড়ে চলেছে। এমনকী, প্রধানমন্ত্রীর নিশানাতেও বারংবার উঠে আসছে ঘাসফুল। আরামবাগ থেকে শুরু করে কৃষ্ণনগর, বারাসাত সর্বত্রই বিজেপির সভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাক্যবাণে তৃণমূল কংগ্রেসকে জর্জরিত করে তুলতে সচেষ্ট হন। প্রতি মুহূর্তে বিরোধীদের এই লাগাতার আক্রমণের মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত উদ্বেগহীন অবস্থায় কাটাতে দেখে বিস্মিত বঙ্গবাসী। পরপর অনভিপ্রেত ঘটনাবলীর মধ্যেও লোকসভা নির্বাচনের চাপের মুখে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন নিরুদ্বেগে থাকাটাই নাকি অনেকের কাছে রহস্যময় ঠেকছে।শুধু তাই নয়, দলের নিচুতলাতেও তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমোর এই অভাবনীয় আচরণ নিয়ে বেশ চর্চা শুরু হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে বিরোধীদের তুমুল আন্দোলন অব্যাহত।তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সন্দেশখালির মহিলা এবং দরিদ্রদের প্রতি নানাভাবে অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে।যা নিয়ে দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় বইছে। এমনকী, প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতাতেও সন্দেশখালি কাণ্ড প্রসঙ্গে যথেষ্টই আক্রমণাত্মক। এলাকার দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহান সন্দেশখালি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত। তিনি সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্বকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমনতর প্রবল চাপ ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গেল একটি জনপ্রিয় টিভি রিয়েলিটি শো'য়ে খোশমেজাজে অংশগ্রহণ করতে। ঘণ্টাখানেকের ওই শো'য়ে তিনি ছবি আঁকলেন, গান গাইলেন, রসিকতা এবং হালকাচালে অনেক কথাই বলে গেলেন। রাজ্য রাজনীতির উত্তাল এই পরিস্থিতির মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা দেখে বিরোধীরা সুযোগ বুঝে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছিল।এরই পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জেলায় জেলায় প্রশাসনিক সভা সহ ১০ মার্চ ব্রিগেডে আহুত দলের 'জনগর্জন সভা'র প্রস্তুতি বৈঠকের কাজ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তিনি রাজভবনে মিটিংও করেছেন। তার পরপরই রাজনীতিতে গা সওয়া বঙ্গবাসী চলতি সপ্তাহে আরও একাধিক নজরকাড়া ঘটনার সাক্ষী

থাকল।কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিজেপি যোগ থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তাপস রায়ের দলত্যাগ করে পদ্মফুল হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনায় বঙ্গ রাজনীতির ময়দান এই মুহূর্তে সরগরম।সর্বত্রই তাঁদের নিয়ে জোরে চর্চা চলছে। লোকসভা নির্বাচনের মুখে এই দুই চমকপ্রদ ঘটনায় নিঃসন্দেহে রাজ্য বিজেপির ডিভিডেন্ড বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় গেরুয়া শিবিরের কর্মী–সমর্থকরা বাড়তি কিছু 'অক্সিজেন' পাওয়ায় রাজ্য বিজেপিও সাংগঠনিকভাবে বেশ খানিকটা লাভবানও হল। ভোটরঙ্গে বঙ্গ রাজনীতিতে বিজেপির এই ডিভিডেন্ড কিন্তু কোনওভাবেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নজর এড়িয়ে যায়নি। এতকিছুর পরেও রাজ্যবাসীর কাছে কিন্তু তিনি 'উদ্বিগ্ন' মুখ্যমন্ত্রী রূপে ধরা দেননি।সর্বত্র অত্যন্ত সাবলীলভাবে সবকিছু সামাল দিতেই তাঁকে দেখা গিয়েছে। তবে, প্রথামাফিক সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বহুল আলোচিত অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাপস রায়ের বিজেপি যোগের কারণগুলি ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে হালকাভাবে নেওয়ার পথেই হেঁটেছে। সেইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের অভাবনীয় উন্নয়ন দেখছে। এই উন্নয়নের ধাক্কায় বিরোধীদের জনসমর্থন তলানিতে ঠেকায় তারা কোণঠাসা হয়েই তৃণমূলের বিরুদ্ধে নানাভাবে চক্রান্তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এসব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই রয়েছে। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্র সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের ফল বিজেপিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেই ভোগ করতে হবে বলে আহুত 'জনগর্জন সভা'র জেলায় জেলায় প্রস্তুতি বৈঠকেও তৃণমূল নেতৃত্ব সরব হয়।

বন্ধ শিল্প নির্বাচনের প্রধান ইস্যু

মলয় সুর, হুগলি : বহু বছর হলো লকেট চট্টোপাধ্যায় অভিনয় থেকে দূরে রয়েছেন। এখন তিনি ২৪ ঘন্টার বিজেপির রাজনৈতিক কর্মী। কিন্তু এবারে লোকসভা ভোট হুগলি কেন্দ্রে তৃণমূলের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হয়েছে। প্রার্থী হয়ে রচনা তাঁর প্রতিপক্ষ সম্পর্কে বলেন, প্রতিদ্বন্দী আমার খুব ভাল বন্ধু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সুযোগটা দিয়েছেন আমি তাঁর সদ্ব্যবহার করতে পারব।

উল্টোদিকে লকেটও সংযত, 'রচনার সঙ্গে কোনও লড়াই নয়। এই লড়াই নরেন্দ্র মোদীজীর সঙ্গে মমতার। তবে হুগলিতে ফের তারকা প্রার্থী আসায় উন্নতি কতটা হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের। দীর্ঘদিন ধরে এখানকার ডানলপ কারখানা বন্ধ, উইন্ডোগ্লাস বন্ধ, স্পান পাইপের মতো বড় কারখানাও বন্ধের তালিকায় রয়েছে। আগের বার লকেট প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সিঙ্গুরে শিল্প ফেরেনি। ধুঁকছে জুট মিলগুলোও। এবার লকেটের বক্তব্য, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে শিল্প হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই কেন্দ্রে তৃণমূল একাধিক গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত। গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের চিকিৎসক প্রার্থী রত্না দে নাগ হেরে যান। হারার প্রধান কারণ গোষ্ঠী বিবাদ। তবে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী সম্পর্কে বিজেপির নির্বাচনী কমিটির আহ্বায়ক সুবীর নাগ বলেন, একসময় লকেটকে অভিনেত্রী বলে কম কথা বলেনি তৃণমূল। এবার সেই লকেট পাঁচ বছর হুগলির মানুষের সাথেই ছিলেন। এখন দেখার ভোটে জিতে কোন তারকা প্রার্থী তাঁর কর্তব্য পালন করেন।

দেশ দেশান্তরে

ড্রোন দেবে যুক্তরাজ্য

সুমন্ত ভৌমিক

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনকে ১০ হাজার ড্রোন দেওয়ার ঘোষণা করে যুক্তরাজ্য। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রান্ট শ্যাপসের কিয়েভ সফরকালে সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা করা হয়। এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, এ অর্থ দিয়ে বছর জুড়ে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীকে ১০ হাজার ড্রোন সরবরাহ করা হবে। নজরদারি ও সামুদ্রিক ড্রোনের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের প্রতিশ্রুত অধিকাংশ ড্রোন হবে তাৎক্ষণিক ভিডিও ও স্থিরচিত্র সরবরাহকারী ড্রোন। তৃতীয়বারের মতো ইউক্রেন সফরে গিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রুস্তেম উমেরভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শ্যাপস। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের বিশ্বমানের সমরাস্ত্র কারখানা থেকে আসা অত্যাধুনিক নতুন ড্রোন দিয়ে ইউক্রেনকে অস্ত্রসজ্জিত করার প্রতিশ্রুতি আমি জোরদার করছি।

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, অত্যাধুনিক ড্রোন তৈরিতে আরও ১২৫ মিলিয়ন পাউন্ড মানে সাড়ে ১২ কোটি টাকা ব্যয় করছে দেশটি। এর মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের জন্য সব মিলিয়ে যুক্তরাজ্যের ড্রোন প্যাকেজের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৩২৫ মিলিয়ন পাউন্ড, মানে সাড়ে ৩২ কোটি টাকা। ব্রিটেন বলেছে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া প্রতিবেশী ইউক্রেনে হামলা চালানোর পর থেকে কিয়েভকে ৭০০ কোটি পাউন্ডের বেশি সামরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। কয়েক হাজার ইউক্রেনীয় সেনাকেও প্রশিক্ষণ দিয়েছে দেশটি।

রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট শুরু

রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ আজ শুক্রবার শুরু হয়েছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের শাসনকালকে এই নির্বাচন আরও ছয় বছর দীর্ঘায়িত করতে যাচ্ছে। রাশিয়ায় এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে একটি প্রহসন হিসেবে অভিহিত করেছে ইউক্রেন। ভোট শুরুর আগে তারা রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে। ১৫ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ১৭ মার্চ পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। ভোট চলার মধ্যে রাশিয়ায় পুতিনবিরোধী বিক্ষোভের আহ্বান জানিয়েছে বিরোধীরা। তবে রুশ কর্মকর্তারা ভোটের সময় যেকোনো বিক্ষোভের বিরুদ্ধে লোকজনকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ক্রেমলিন বলেছে, এই ভোট প্রমাণ করবে, ইউক্রেনে পুতিনের আক্রমণের সিদ্ধান্তের পেছনে পুরো দেশের সমর্থন রয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। এই অভিযানের মাধ্যমে রাশিয়ার দখলে নেওয়া ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলোতেও ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ভোট শুরুর আগে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রুশ অঞ্চলে বিমান হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। অবশ্য রাশিয়ার ন্যাশনাল গার্ড বলেছে, তারা দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় কুরস্কে ইউক্রেনপন্থী মিলিশিয়াদের আক্রমণ মোকাবিলা করছে। ভোট শুরুর আগে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে পুতিন বলেন, আমি নিশ্চিত, আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমাদের দেশ কী কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আমরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই কী জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি। আর বলেন, মর্যাদার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখতে, সফলভাবে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে, রুশদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। রাশিয়ার এই নির্বাচনে মোট ভোটার ১১ কোটি ২৩ লাখ। প্রবাসী ১৯ লাখ ভোটার নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। দেশটির নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ১১ কোটি ৩৫ লাখ ৭৪ হাজার ৫৫০টি ব্যালট ছাপা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আগাম ভোট দিয়েছেন ২০ লাখ ভোটার।

পাঠকের কলমে

স্কুলের পানীয় জলের নিয়মিত পরীক্ষা করা হোক

যথাযথ পঠনপাঠনের জন্য আমরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাই।সেইসঙ্গে পুষ্টি ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা, মানসিক স্বাস্থ্য সহ বোধবুদ্ধির বিকাশ, খেলাধুলা, শরীরচর্চার প্রাথমিক পাঠের সূচনাও হয় এই স্কুল থেকেই।এসবের প্রতি নজরদারির জন্য সরকারের বিভাগীয় দপ্তরের কড়া নজরদারি থাকে বলেই সাধারণ মানুষ জানে। তা সত্ত্বেও প্রায়শই এই নজরদারির গাফিলতির নগ্ন চিত্রটা আমাদের যথেষ্টই পীড়া দেয়। এসব গাফিলতি মাঝেমধ্যেই খবরের শিরোনাম হয়ে ওঠে।শুধু তাই নয়, সরকারি স্কুলে দেওয়া অস্বাস্থ্যকর মিড ডে মিলের খাবার খেয়ে পড়ুয়াদের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় এরাজ্যে একাধিকবার শোরগোলও হয়েছে। এজাতীয় কোনও গাফিলতির খবর প্রকাশ্যে আসতেই পরিস্থিতির সামাল দিতে স্বভাবতই প্রশাসনিক মহলের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। তারপর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি, কাউকে শোকজ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মধ্যে কয়েকটা দিন ঠিকঠাক চলার পর আবার সেই একই গৎ! কার্যত সর্বত্র এভাবেই চলছে। আর আমরাও খানিকটা বাধ্য হয়েই এই সিস্টেমের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলছি। এছাড়া আর কীইবা করার আছে আমাদের মতো ছাপোষা সাধারণ মানুষগুলোর। এসব কিছু সত্ত্বেও একটা কথা না বললেই নয়। সামনেই গ্রীষ্মকাল শুরু হতে চলেছে। প্রখর দাবদাহের কবলে পড়বে প্রকৃতি। এসময় ভূগর্ভের জলস্তর হু হু করে নেমে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রান্তের পানীয় জলের কলগুলি থেকে জল ওঠে না। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভয়াবহ জলকষ্টও শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পানীয় জলের সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করে। এসময় প্রতিটি স্কুলের পানীয় জলের কলগুলির যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।শুধু তাই নয়, সুকুমারমতি পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে প্রতিটি কলের জল যাতে বিশুদ্ধ অর্থাৎ পানের উপযুক্ত হয় সেবিষয়ে কর্তৃপক্ষের সদা সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় ডায়ারিয়া, কলেরা প্রভৃতি জলবাহিত একাধিক রোগের কবলে পড়ার আশঙ্কা অমূলক নয়। এই সব বিপর্যয়ের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিটি স্কুলের পানীয় জল নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করাটা অত্যন্ত জরুরী। দেখা গেছে অসংখ্য স্কুলে কল থাকলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কলগুলির পানীয় জলের নমুনা কখনও পরীক্ষা করা হয় না। কিছু কিছু স্কুলে অত্যাধুনিক পিউরিফাই সিস্টেমযুক্ত কল থাকলেও সেগুলির পানীয় জলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করাটাও জরুরী। প্রশাসনের কাছে আমাদের একান্ত বিনীত আবেদন এখন থেকেই প্রতিটি স্কুলের কলগুলির পানীয় জলের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের কাজটা গুরুত্বের সঙ্গে শুরু করা হোক। যাতে পড়ুয়ারা সুপরিবেশে পঠনপাঠনের উন্নতিলাভের পাশাপাশি অন্তত জলবাহিত মারাত্মক বিপর্যয়ের কবল থেকে রেহাই পেতে পারে।

দেবব্রত সরকার
ধাত্রীগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

প্রার্থী তালিকাই বলছে তৃণমূল চাপে আছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ মার্চ ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনের ৪২টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনব ভাবে প্রার্থীদের নিয়ে র‍্যাম্পে হেঁটেছেন। এ দৃশ্য আগে কেউ কখনো দেখেনি। অনেকেই ভেবেছিলেন ৪২টি আসনে এবারে হয়তো অন্য রকম চমক থাকবে। কিন্তু সে অর্থে কোন চমকই নেই। শাসক দল যেখানে তৃণমূল তাদের কি যোগ্য প্রার্থীর অভাব পড়ল? প্রশ্ন উঠছে এই কারণে, ৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১ জনই বর্তমানে বিধায়ক এবং মন্ত্রীও আছেন। এমনকী বিজেপি থেকে জিতে আসা তিন বিধায়কও তৃণমূলের টিকিট পেয়েছেন। মিমি ও নুসরত এবারের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়লেও, নতুন করে সায়নী ও রচনা ব্যানার্জিকে প্রার্থী পদে ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস বিশেষ করে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কথায় কথায় বলেন বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না। এমনকি বাইরের রাজ্য থেকে কেউ ভোট প্রচারে এলে বহিরাগত তকমা দিতেও ছাড়েননি। সেই তৃণমূল কংগ্রেস এবার বহরমপুরে গুজরাট থেকে এনে ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করে দিল। এখন বহিরাগত তত্ত্ব আর টিকবে তো উঠছে প্রশ্ন। তমলুকে এখনো বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করেনি। তবে যা জানা যাচ্ছে ওই আসনে সদ্য প্রাক্তন হওয়া হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলীকেই প্রার্থী করতে পারে বিজেপি। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করে দিল বয়সে তরুণ দেবাংশু ভট্টাচার্যকে। অনেকেই বলছেন যদি অভিজিৎ গাঙ্গুলী এখানে প্রার্থী হন তাহলে তার জয় শুধু

সময়ের অপেক্ষা। সাংসদ অর্জুন সিং উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, প্রার্থী পদে তার নাম ঘোষণা করা হয়নি। অর্জুন সিং শুক্রবার বিজেপিতেই যোগদান করলেন। তিনি যদি বিজেপির প্রার্থী হন এখানেও রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে জোর লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হতে পারে। ওই দিনই দিল্লিতে বিজেপির দপ্তরে তৃণমূলের তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীও বিজেপিতে যোগদান করেন। কিছুদিন আগেই উত্তর কলকাতার দীর্ঘদিনের দাপুটে তৃণমূল নেতা তাপস রায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে চলে গেছেন। ভোটের মুখে এটাও তৃণমূলের কাছে একটা বড় ধাক্কা। উত্তর কলকাতা দক্ষিণ কলকাতা দমদমে তৃণমূল কংগ্রেস তিন প্রবীণ প্রার্থীকে দাঁড় করিয়েছেন। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তৃণমূল নেতা কুনাল ঘোষ তো কিছুদিন আগে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিস্ফোরক সব মন্তব্য করেছিলেন। অবশ্য তিনি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে চা খেয়ে শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরক মন্তব্য হজম করে ফেলেছেন। টিকিট না পেয়ে অনেকের গলায় আবার অভিমানের সুর। সেই তালিকায় আছেন সায়ন্তিকা, ডক্টর শান্তনু সেন, সুনীল মণ্ডল প্রমুখ। ইতিমধ্যেই কুড়িটা আসনের প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি। সেই প্রার্থী তালিকা তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে অনেকটাই যে এগিয়ে আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বামফ্রন্ট ১৬টি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। নতুন ও পুরানো মুখের সেই তালিকাও অনেকটা উজ্জ্বল। আইএসএফ কি করবে বা কংগ্রেস কোন আসনে লড়বে এই লেখা পর্যন্ত এখনো তা পরিষ্কার নয়। তবে তৃণমূলের ৪২ জনের প্রার্থী তালিকা দেখে রাজনৈতিক মহল মনে করছে তৃণমূল কংগ্রেস যথেষ্ট চাপে আছে। সূত্রের খবর, আসলে তৃণমূল কংগ্রেস নতুন করে আর কোন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইছে না, যার যেখানে যতটুকু জনসংযোগ আছে সেটাকেই কাজে লাগিয়ে এবারের ভোট বৈতরণী পার হতে চাইছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার জায়গা নেই, চিন্তায় প্রশাসন

সুব্রত মন্ডল, সোনারপুর : সোনারপুর ও নরেন্দ্রপুর থানা অঞ্চলে এখনো কেন্দ্রীয় বাহিনী আসেনি। কিন্তু তাদের নিয়ে চিন্তায় পড়েছে পুলিশ প্রশাসন। সোনারপুর এবং নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় জওয়ানদের কোথায় রাখা যাবে, সেটাই তাদের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরে কোন ফ্লাড সেন্টার অথবা কিষান মান্ডির মতো বড় জায়গা না থাকায় স্কুল কলেজই ভরসা। কিন্তু এবার এখনই সেখানে বাহিনীকে রাখতে চাইছেন না পুলিশ কর্তারা। কারণ তাতে অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও পঠন পাঠন ব্যাহত হবে। ভোট ঘোষণার আগে এই পুলিশ জেলায় তিন কোম্পানি বাহিনী দেওয়া হয়েছে। যেসব অঞ্চল স্পর্শকাতর বা আগে ভোটের সময়ে গোলমালের ইতিহাস রয়েছে আপাতত সেখানেই মোতায়েন করা হয়েছে জওয়ানদের। কিন্তু ধীরে ধীরে এবার খেয়াদহ, কালিকাপুর, সোনারপুর, বনহুগলীর মত জায়গাতেও বাহিনীর টহল দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে জওয়ানদের আনতে পারছেন না পুলিশকর্তারা। সোনারপুর এবং নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় এখন বাহিনীর থাকার জায়গার খোঁজ শুরু হয়েছে। পুলিশ কর্তারা চাইছেন এমন একটি জায়গায় বাহিনীকে রাখা হোক যেখান থেকে দুটি থানার বিভিন্ন জায়গায় সহজেই পৌঁছতে পারে তারা। তবে ভোটের আগে আরো বাহিনী আসবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। তখন অবশ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেই জওয়ানদের রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আপাতত যেসব গ্রামীণ এলাকায় বাহিনী ঘুরছে সেখানে ফ্লাড সেন্টারগুলিকে বাহিনীর আস্তানা হিসেবে ঠিক করা হয়েছে। তবে বারুইপুরের পুলিশকর্তাদের আশা সোনারপুর এবং নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় কোন বিকল্প জায়গা পাওয়া যাবে। সেখানেই সাময়িকভাবে বাহিনীকে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বর্ধমান পূর্ব লোকসভায় সিপিএম প্রার্থী নীরব খাঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল কংগ্রেসের পর এবার বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করল সিপিএম। এই কেন্দ্রে বামফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী নীরব খাঁ। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কালনা শহরে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সী নীরব খাঁ পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সিপিএমের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন এবিপিটিএ–এর পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক। তিনি ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কালনা কেন্দ্র থেকে সিপিএম প্রার্থী রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বামফ্রন্টের অন্যান্য প্রার্থীদের সঙ্গে নীরব খাঁয়ের নাম ঘোষণার পরপরই বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সর্বত্র দলীয় কর্মীরা জোরকদমে দেওয়াল লিখন শুরু করে দেয়। পাশাপাশি প্রার্থীর সমর্থনে অনেক জায়গায় মিছিল বের করেন দলীয় কর্মী–সমর্থকরা।

অস্ত্র কারখানায় হানা, আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অস্ত্র কারখানায় হানা দিতেই আক্রান্ত পুলিশ। পাঁচ মার্চ রাতে লাভপুর ব্লকের হাতিয়া গ্রামে দুষ্কৃতীরা বোমা বানাচ্ছে এবং আগ্নেয়াস্ত্র সহ জমায়েত করেছে কিছু যুবক খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে দুষ্কৃতীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। ঘটনায় আহত হয় লাভপুর থানার এক পুলিশকর্মী । প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সিউড়ি সদর হাসপাতালে। পরে সেখান থেকে তাঁকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো হাতিয়া গ্রামের শেখ আবাসউদ্দিন এবং পাড়ুই এলাকার শেখ জামাল। ধৃতদের কাছ থেকে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র,দশ রাউন্ড কার্তুজ বন্দুক তৈরি সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। বোলপুর মহকুমা আদালতে ছয় মার্চ তোলা হলে ধৃতদের দশদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ।

প্রচার শুরু বাপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর : প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই কপিল মুনি মন্দিরে পূজো দিয়েই প্রচার শুরু করেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার। বুধবার সকাল থেকেই মথুরাপুর পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অভিনব কায়দায় পথে প্রচারে নামলেন বাপি।

কন্যাশ্রী ও লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পকে সামনে রেখে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। গত বুধবার সকালে এলাকার মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। সাধারণ মানুষের সাথে জনসংযোগ করে নিজের প্রচার সারছেন তিনি। তবে তার বিপক্ষে এখনো কোন প্রার্থী ঘোষণা না হলেও নিজের জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত মথুরাপুরের তৃণমূল প্রার্থী।

বিজেপির কর্মসূচিতে বাধা থানায় লিখিত অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চক গোপাল গ্রামে ১০ মার্চ বিজেপির গ্রাম চলো কর্মসূচি ছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপির নেতা ও কার্যকর্তারা জানতে চাইছিলেন মোদি সরকারের কি কি পরিষেবা গ্রামের মানুষ পেয়েছেন বা পেতে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। বিজেপির এই লাভার্থী কর্মসূচি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে চলছে। বেলা বারোটার সময় হঠাৎই তৃণমূল আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতি তাদের এই কর্মসূচিতে বাধা দেয়। বিজেপির স্লোগানের পাল্টা স্লোগান দেয় তৃণমূল আশ্রিত ওই দুষ্কৃতীরা। এলাকার শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাধ্য হয়েই বিজেপি তাদের কর্মসূচি বন্ধ করে। বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার বলেন, তৃণমূল আশ্রিত সমরেশ প্রামানিক, রাজু সর্দার, গোপাল সর্দাররা আমাদের অভিযানে বাধা দেয়। আমাদের হেনস্থা করা হয় এবং হুমকি দেওয়া হয়। জয়দেব দত্ত এ ব্যাপারে বজবজ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। আমরা চাই অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যেন প্রশাসন দেয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পাঁচ নম্বর মন্ডলের সভানেত্রী পৃথা দাস, সভাপতি প্রণব নস্কর, বজবজ এক নম্বর মন্ডলের সভাপতির সুখেন্দু চ্যাটার্জী, জেলা নেতা জয়দেব দত্ত প্রমুখ।

উন্নয়ন প্রচারের অন্ধকারে খাবি খাচ্ছে

প্রথম পাতার পর

দুই ঘাটেই নেই আলো। সন্ধ্যার সময় যাত্রীদের এখানে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ পরিচালিত ওই দুই ঘাটের মধ্যে দেবীপুর ঘাটের কাছে কোনও পানীয় জল, শৌচাগার বা ভাল যাত্রী শেডের ব্যবস্থা নেই। আবার জটার ঘাটে যাত্রী শেড থাকলেও সেটি খুব ছোট। ওই দুই ঘাট দিয়ে ওই নদী পারাপার করে কুলতলির ভুবনেশ্বরী, মৈপিঠ, দেউল বাড়ি, কাটামারি–সহ ২০টি গ্রামের মানুষ রায়দিঘি বা ডায়মন্ডহারবারে আসে। অসুস্থ মানুষের পক্ষে ওই জেটিঘাট পারাপার হওয়া খুবই মুশকিল। ভুটভুটিতে কোনও ছাউনি নেই। বর্ষায় ভিজতে হয়। আর গ্রীষ্মের সময় চড়া রোদে বসতে হয় যাত্রীদের। কুলতলি ও মথুরাপুর ২ নং ব্লকের প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মানুষ ওই ফেরিঘাট দিয়ে পারাপার করে। তার মধ্যে আবার ওই ভুটভুটি চালকদের শংসাপত্র নেই। এর জন্য কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। ফলে মাঝে মধ্যে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে পারাপার চলে। এতে যে কোনও মুহুর্তে বিপদ ঘটতে পারে।

কয়েকজন নিত্যযাত্রী বলেন, কোনও নিয়মকানুন না মেনেই এখানে ভুটভুটি পারাপার চলে। অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে পারাপার হয়। বিপদের আশঙ্কা নিয়েই আমাদের যাতায়াত করতে হয়। রাতে অসুস্থ রোগী নিয়ে যেতে হলে মাঝিরা ইচ্ছে মতো টাকা চায় বলে যাত্রীদের অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, ওই ফেরি ঘাটের পরিবর্তে নদীর উপরে সেতুর দাবি আমরা প্রশাসনকে বহুবার জানিয়েছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেল, ঘাট দুটির কী অবস্থা তা খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি টু'ডে কলকাতার পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগণার বারাকপুর রোডস্থ শুভক্ষণ অনুষ্ঠান ভবনে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সমরেশ্বর ব্রহ্মচারী মহারাজ, বারাসত পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, উপ পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, পুর পারিষদ সদস্য অভিজিৎ নাগচৌধুরী, পুরপিতা দেবব্রত পাল, পুরমাতা শিল্পী দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশিস মিত্র, বারাসত থানার সেকেন্ড অফিসার রামকৃষ্ণ গুড়িয়া, রক্তদান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলীপ মজুমদার, দিলীপ মণ্ডল, ধীমান দেবনাথ প্রমুখ। এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ৩১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই রক্ত সংগ্রহ করে রাজ্য সরকারের স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল। এছাড়াও পাপিয়া করের উদ্যোগে তার নদিয়া জেলার মাজদিয়াস্থিত নিজস্ব বাসভবনে আয়োজিত অন্য একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ১৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই রক্ত সংগ্রহ করে নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাঙ্ক বলে উদ্যোক্তার তরফে জানানো হয়।

স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ মার্চ ২০২৪ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, দার্জিলিং জেলা পরিষদের সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং এআইটিইউসি, দার্জিলিং জেলা কমিটির অন্যতম সহ–সভাপতি কমরেড হরি ব্যানার্জির স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ির মহানন্দা পাড়ায় ,ডি এল রায় রোডে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ওনার আকস্মিক প্রয়াণে পার্টিসহ ওনার গুণমুগ্ধ মানুষেরা প্রত্যেকেই মর্মাহত। পাড়ার বহু মানুষ সহ পার্টির বেশিরভাগ নেতৃত্বসহ উপস্থিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য উজ্জ্বল চৌধুরী এবং তার সহধর্মিনী মহিলা নেত্রী প্রতিমা চৌধুরী। উপস্থিত সকলে হরি ব্যানার্জির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তারপর শোক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন পার্টির জেলা সম্পাদক অনিমেষ ব্যানার্জি।সঞ্চালনা করেন পার্থ মৈত্র।

এবারেও কি রক্তক্ষয়ী নির্বাচন?

প্রথম পাতার পর

১৯৬৯ সালের নির্বাচনী সংঘর্ষে ফের প্রাণ গেল বেশ কিছু বাঙালি তরুণের। এরপর ১৯৭১। শুরু থেকেই একদিন ২জন খুন হয় তো পরদিন ২০ জনের খবর আসে। নির্বাচনের আগের সময়টা তো ছিল রাজনৈতিক খুনোখুনিতে দীর্ণ, নকশাল বনাম সিপিএম বনাম কংগ্রেসের লড়াইতে বিপর্যস্ত। মাস কয়েক পরে ফের ৭২–এর নির্বাচন। লাগামহীন সন্ত্রাসে জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল বাঙালির। এর পরের নির্বাচন ১৯৭৭ সালে। তার আগে নকশাল দমনের নামে কীভাবে বাঙালির তিন মেধাবি প্রজন্মকে কার্যত খুন করা হয়েছিল সে কাহিনী এখন সকলের জানা। এরপর লাল সূর্যের উদয়। ১৯৮২ সালের নির্বাচনের আগে মরীচঝাঁপি হত্যাকাণ্ড আজও শিহরণ জাগায় উদ্বাস্তু শিরদাঁড়ায়। এরপর থেকে বাম দলগুলি বিশেষ করে সিপিএম নির্বাচনকে ছাপ্পা, হুমকি, সংঘর্ষে সাজিয়ে রিগিং পরে সায়েন্টিফিক রিগিংয়ে রাঙিয়ে তুলল। একে একে আনন্দমার্গী হত্যা, ধানতলা, বানতলা, নেতাই হয়ে সিঙ্গুর–নন্দীগ্রামে প্রগতিশীল হত্যালীলা শেষ হয়। এর পরেও স্বস্তি পেল না বাঙালি। ২০১১–র পরিবর্তনের পর থেকে এ রাজ্যে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে স্বস্তিতে থাকতে পারে নি বাঙালি। মানোয়ারা–গীতাদের আর্তনাদ মুখরিত করে তুলেছে বাংলার আকাশ–বাতাসকে। ২০০৩ এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনে যথাক্রমে ৭০ এবং ৩৬ জন প্রাণ দেয় নির্বাচনা সংঘর্ষে। ২০১৩ এবং '১৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩১ এবং ৭৫। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটের দিন এবং আগের রাতে প্রাণ দিয়ে হয় ২৩ জন বাঙালিকে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে ও পরে ৬৯৩টি ঘটনায় প্রাণ যায় ১১ জনের। তথ্য বলছে ২০১৯ সালের ১ জুন থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজনৈতিক হিংসার ৮৫২টি ঘটনায় তৃণমূলের ৩৫, বিজেপির ২০ সহ মারা যায় ৬১ জন এবং আহত হয় ১৫০৮ জন। ২০২০তে ভোট পরবর্তী হিংসা প্রাণ কেড়েছে ৫৭ জনের, আহত করেছে ১৩১৪ জনকে।

আবার একটা নির্বাচন আসছে। ফের নির্মাণ হচ্ছে বাঙালির প্রিয় রাজনৈতিক টক্করের ক্ষেত্র। সবকিছু ছেড়ে বাঙালি এখন রাজনীতির নেশায় মগ্ন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দলের সভা পাল্টা সভা শুরু হয়েছে। তারই মাঝে ফের শুরু হয়ে গিয়েছে উস্কানিমূলক ভাষণ যা ভোটের মুখে ও ভোট পরবর্তী সময়ে ভয়ংকর করে তুলবে পরিস্থিতি। গত সোমবার আগের নির্বাচন পরবর্তী সব মামলায় নোটিশ জারি করছে সুপ্রীম কোর্ট। আজও ঐসব নির্বাচনের আহত নিহতরা বিচার পায়নি। কবে তারা বিচার পাবে বা আদৌ পাবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। আগামী নির্বাচনে সেই সংখ্যা বাড়াবার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন বাংলার দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক নেতারা। এদের থামাতে না পারলে আগামী লোকসভা নির্বাচন বাংলায় হিংসার ধারা যে বজায় থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই বাঙালির এই আত্মঘাতী ভোট সন্ত্রাস রুখবে কে? বর্তমান রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা এসময় ক্ষমতার মোহে মত্ত। এদের দ্বারা নিজেদের নেতা কর্মীদের রাশ টানা সম্ভব নয়। ফলে এ কাজ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকেই। তারাই এখন বাঙালি প্রাণের একমাত্র রক্ষাকর্তা। অবিলম্বে উস্কানি দেওয়া নেতা, কর্মী বা যে কোনো ব্যক্তিকে ভোটের আগেই গারদে পোরার নির্দেশ না দিলে আগামী নির্বাচন আর একবার প্রহসন হয়ে রয়ে যাবে বাংলায়।

তৃণমূলের 'নতুন মুখ'

প্রথম পাতার পর

শর্মিলার দিদি জয়া সরকার এবং জামাইবাবু সুব্রত মজুমদার কাটোয়া–২ নং ব্লক এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যন্ত পরিচিত মুখ। দু'জনই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় একাধিকবার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন।শুধু তাই নয়, সুব্রত মজুমদার তৃণমূল কংগ্রেসের একজন আদি কর্মী এবং রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।অন্যদিকে, বর্ধমান–দুর্গাপুর কেন্দ্রের ২০১৪ সালে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ডাঃ মমতাজ সংঘমিতাকে তাঁর বয়সজনিত কারণে তৃণমূল কংগ্রেস এবার টিকিট দেয়নি।এই কেন্দ্রে তিনি গতবারও প্রার্থী ছিলেন।তবে বিজেপির কাছে সামান্য ভোটের ব্যবধানে হেরে যান।এবার তাঁর পরিবর্তে প্রার্থীপদে ভারতীয় প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা তথা প্রাক্তন সংসদ সদস্য কীর্তি আজাদের নাম ঘোষণা করেছে ঘাসফুল শিবির।কীর্তি আজাদ বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেস এবং বিজেপির পক্ষ থেকে প্রার্থী হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।এবার তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী।গত ১০ মার্চ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের জনগর্জন সভা থেকে দলীয় প্রার্থীপদে নাম ঘোষণার পরপরই তাঁদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে।একজন চিকিৎসককে রাজনীতির ময়দানে কার্যত নবাগত রূপে দেখে স্বাভাবিকভাবেই জনতার আগ্রহের পারদ চড়ছে।অন্যদিকে, বিশ্বকাপজয়ী ভারতের একজন প্রাক্তন স্টার ক্রিকেটার–রাজনীতিক যে আলাদা করে জনতা জনার্দনের নজর কেড়ে নিয়েছেন এটা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না।জনতা জনার্দনের এহেন চর্চার মধ্যেই ডাঃ শর্মিলা সরকার এবং কীর্তি আজাদ নিজ নিজ ক্ষেত্রের নিরিখে মানুষের জন্য কাজ করায় আগ্রহী বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং দুজনই নির্বাচনে জয়লাভের ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী।ডাঃ শর্মিলা সরকার আলিপুর বার্তাকে টেলিফোনে বলেন, আমি নির্বাচিত হতে পারলে প্রথমেই মেন্টাল হেল্‌থ নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে বিশেষত মহিলাদের মধ্যে।সাইক্রিয়াট্রির বাইরে গিয়েও মানুষের আর্থ–সামাজিক বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা আছে।অন্যদিকে, কীর্তি আজাদ জেলার খেলাধুলার উন্নতিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।এই মুহূর্তে রাজ্যের মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি এবং কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দলীয় প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী রণকৌশল রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেই জনমানসে চর্চার মাত্রাটাও ক্রমশ ঊর্ধমুখী।

মুচিশা নার্সারি শিল্পের

প্রথম পাতার পর

এখানে একটা মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র করা দরকার, বিপণন কেন্দ্র করা প্রয়োজন, সর্বোপরি সেচ ব্যবস্থার আরো উন্নত হওয়া প্রয়োজন। নার্সারি শিল্পের প্রয়োজনে পর্যাপ্ত মাটি পাচ্ছে না কৃষকরা। ভূমি দপ্তরের নানা নিয়মকানুনে জেরবার তারা। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কামরা অঞ্চলটিও নার্সারির জন্য বিখ্যাত। এই কামরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস সামন্ত একজন নার্সারি শিল্পের মালিক। তিনি জানান, হ্যাঁ এটা ঠিক আমাদের যতটা মাটির প্রয়োজন সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টিকে নজর দেওয়া উচিত। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এই নার্সারি শিল্পের উপরে নির্ভরশীল। সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর জানান, নার্সারি শিল্পের মালিকরা তাদের সমস্যা জানিয়ে আমাদের জানান আমরা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করব তাদের সমস্যা সমাধানের। বজবজ ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুব্রত ব্যানার্জি জানান, আমরা খুব শীঘ্রই নার্সারি শিল্পের মালিক এবং এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষদের নিয়ে শীঘ্রই একটি সভা করব।

বিজেপি কর্মীদের

প্রথম পাতার পর

অভিজিৎ বাবু বলেন, সন্ধ্যায় যখন রামনগর থানায় আইসির সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম, তখন বাইরে অপেক্ষারত বিজেপি কর্মীদের তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মারধর করে। এছাড়াও বিষ্ণুপুর থানার আলতাবেড়িয়া গ্রামে বিজেপি কর্মীদের অযথা পুলিশ হেনস্থা করছে। তাদের একটাই অপরাধ তারা বিজেপি করে। দিবাকর মন্ডল নামে একজন বিজেপি কর্মীকে থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া হয়। অন্যদিকে ফলতা থানা এলাকা থেকেও খবর আসছে বিজেপি কার্যকর্তা এবং কর্মীদের হুমকি দেয়া হচ্ছে। খুব শীঘ্রই ফলতাতে বিজেপি কর্মসূচি নিতে চলেছে।

গ্যারান্টি দিলে দুর্নীতিমুক্ত সুশাসনের গ্যারান্টি দিন

প্রথম পাতার পর

যাই হোক, এবার একটু দেখা যাক কেন সাধারণ সাংসদ পদ প্রার্থীরা এতসব বহুবিধ কার্যকলাপ করেন। আর কেনই বা টিকিট না পেলে তাদের এত মান অভিমান? তাদের এত গুস্‌সার কারণ কি? কেন ভোটে দাঁড়ানোর একটি টিকিট পাওয়ার জন্য তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পুরোদস্তর পদলেহন করে? আর কেনই বা টিকিট না পেলে আবোল–তাবোল বকা শুরু হয় তাদের? আর কি কারণে যেন–তেন প্রকারেণ টিকিট পাওয়ার আশায় ঘন ঘন দল পরিবর্তন করে রাজনৈতিক নেতারা? আসুন একটু দেখে নিই এসবের পিছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে। লোকসভার ভোটে একবার জিতলেই সাংসদ হিসাবে প্রভূত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায় এবং বিশাল সুযোগ সুবিধা ভোগ করা যায়। এদের মধ্যে বেশ কিছু সুযোগ–সুবিধা আবার সারাজীবন ধরে পাওয়া যায়। না হলে কি আর এমনি দলের হয়ে গলা ফাটানো! মিথ্যাটাকে মিথ্যা জেনেও সত্য হিসাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা!

নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে রিটার্নিং অফিসার যেই মাত্র বিজয়ীর শংসাপত্র প্রদান করেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর সাধারণ মানুষ থাকেন না, হয়ে যান ভিভিআইপি। মাসে বেতন হয় এক লাখ টাকা, নির্বাচিত ক্ষেত্র পরিচালনার জন্য ভাতা প্রতিমাসে ৭০ হাজার টাকা, বাড়ি থেকে নিউ দিল্লিতে বছরে ৩৪ বার বিনামূল্যে বিমানে যাতায়াতের সুবিধা এমনকি সাংসদের স্বামী বা স্ত্রী বছরে ৮ বার নিখরচায় ভারতের যে কোন প্রান্তে বিমানে যাতায়াত করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, ভারতের যে কোন স্থানে ট্রেন বা স্টীমারে ফার্স্ট ক্লাস এয়ার কন্ডিশন অথবা একজিকিউটিভ ক্লাসে যাতায়াত করতে পারবেন। এই ফ্রি পাসটি কোন একজন সাংসদ পদে থাকাকালীন পুরো সময়ের জন্য ভোগ করতে পারবেন। রেলপথে যাতায়াতের সময় একজন এম.পি তার সাথে একজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়েও ভ্রমণ করতে পারবেন। অন্ধ বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী কোন সাংসদ সর্বদা একজন সঙ্গীসহ রেলপথে বাতানুকুল টু–টায়ার ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারবেন। এছাড়াও পার্লামেন্টের সদস্যদের জন্য বেতন, ভাতা ও পেনশন সংক্রান্ত আইন ১৯৫৪ (যা সংশোধিত হয় ২০২২ সালের ১১ মে)—এর ৩ নং ধারার ২ নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, ১ এপ্রিল ২০২৩ থেকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দ্রব্যমূল্যের সূচকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাংসদদের বেতন ও ভাতা বর্ধিত হবে। এত সব সুযোগ সুবিধা কি হেলায় হাতছাড়া করা যায়! আর এসবের থেকে বঞ্চিত করলেই সঙ্গে সঙ্গে রাগ হওয়া বা আবোল–তাবোল বকা বা ফটো পাল্টে দেওয়া স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক, তা আপনারাই বিচার করুন।

একজন সাংসদ যে কোন কমিটির মিটিং বা পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালীন যোগদানের জন্য অথবা এম পি হিসাবে কার্য সম্পাদনের জন্য যে কোন জায়গায় যাতায়াতের জন্য উচ্চহারে ভাতা পান। শুধু তাই নয়; প্রতিটি সাংসদ দিল্লিতে বিনা খরচায় একটি করে বাংলো প্যার্টানের বাড়ি পান। প্রত্যেক সদস্য দিল্লিতে থাকুন বা নিজের বাড়িতে থাকুন ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৪৩ নং ধারা অনুসারে তিনি বছরে ৫০,০০০ ইউনিট বিদ্যুত, ২৫,০০০ ইউনিট লাইট বা মিটারের সুবিধা পান, ৪০০০ কিলোলিটার জল পান সম্পূর্ণ সরকারী খরচে। ৫০ হাজার টা পর্যন্ত টেলিফোন কল, হাইস্পীড ব্রডব্যান্ড ও ওয়াইফাই এর পরিষেবা এবং কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের ক্লাস ওয়ান অফিসারদের সমতুল্য চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পান। সরকারী কাজে বিদেশ ভ্রমণের সময়ে চল্লিশ কেজি পর্যন্ত লাগেজ নিতে পারেন ও বিদেশ মন্ত্রকের ক্লাস ওয়ান অফিসারদের মতো ভাড়া পাবেন। আরো বহু সুযোগ–সুবিধা একজন এম পি আজীবন পেয়ে থাকেন। এর জন্য সংবিধান কি কি যোগ্যতা নির্ধারণ করেছে? মাত্র দুটি ১) দেশের নাগরিক হতে হবে এবং ২) ২৫ বছর বয়স হতে হবে। তবে উন্মাদ বা দেউলিয়া হলে সংসদ হওয়া যাবে না। এবার বোঝা গেল কেন এত গুস্‌সা? কেন সাংসদ হবার এত আগ্রহ ও অপচেষ্টা? আর এই সাংসদ হতে টিকিট পাওয়া এবং নির্বাচনে জেতার জন্য বহু রকমের অপকর্ম, বহু মিথ্যা ভাষণ, হিংসা ছড়ানো, প্রবঞ্চনা, কৌশল নির্ধারণ, হুমকি প্রদান, অর্থের জোগান, মদিরার ফোয়ারা, মাংসের যোগান ও গুণ্ডাগর্দি করতে হয়। বহু রকমের ফন্দি ফিকির, বহু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, মানুষকে মানসিক দিক থেকে পঙ্গু করার জন্য দান খয়রাতি ঘোষণা আধুনিক রাজনীতির অঙ্গ এখন। তারা কি জানেন, বোঝেন বা অনুভব করেন মানুষ আসলে কি চায়? সাধারণ মানুষ চায় কেবলমাত্র পুষ্টিকর খাবার, এক বিংশ শতাব্দীর উপযোগী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধির শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, দালালচক্র মুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শিক্ষক –শিক্ষিকাযুক্ত শ্রেণীকক্ষ, যানজট মুক্ত ও জল না জমা ঢালাই রাস্তা, প্রতিবছর স্বচ্ছ নিয়োগ, দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তাক লাগানো কাজ করতে চায় মানুষ। অনেকেই দান খয়রাতি চান না। আর সর্বোপরি মানুষ চায় দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন। তাই যদি গ্যারান্টি দিতেই হয়, তবে দুর্নীতিমুক্ত সুশাসনের গ্যারান্টি দিন।

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি Jamaluddin, পিতা Mainuddin সদর, হুগলী কোর্টের এফিডেভিট SL. No. 3754, 14/12/2023 তারিখে আমি Jamaluddin, স্ত্রী Afsari Khatoon নামে পরিচিত হইলাম। Md. Jamaluddin ও Jamluddin এবং Afsari Khatun ও Afsari Khatun ও Afsari Khatoon এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

মহানগরে

বড়িশা ও ঠাকুরপুকুরের নিকাশির উন্নতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: বেহালা পশ্চিম এলাকার ১২৮ – ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থাপনার যেরকম উন্নতি ঘটানো হয়েছে, তার পাঁচ শতাংশও উন্নতি হয়নি বরো ১৬র বড়িশা চন্ডীমেলা এলাকার ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডে। আর ঠাকুরপুকুর বাজার এলাকার ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরোটাতে আজও খোলা কাঁচা নিকাশি নালা লক্ষ্যণীয়। সেইসূত্রে কেইআইআইপি অর্থাৎ কলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্টে বড়িশার ১২৫ ও ১২৬ নম্বর ওয়ার্ড ভূগর্ভস্থ নিকাশিনালা নির্মাণ তৈরি করা হবে। রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ কাজে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে ব্যয় করা হবে ৬৭ কোটি ৭০ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৮২ টাকা। এই ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা নির্মাণের কাজে ২৫০ ডায়ামিটারের পাইপপাতা হবে ২৯,৪৪৪ মিটার। ৩০০ ডায়ামিটারের পাইপপাতা হবে ৫,৬১০.৩ মিটার। ৪০০ ডায়ামিটার পাইপপাতা হবে ৪,৯০০.৭ মিটার। ৫০০ ডায়ামিটারের পাইপপাতা হবে ১,৯৮৫.৫ মিটার এবং ৬০০ ডায়ামিটারের পাইপ পাতা হবে ২৭৭.৮ মিটার। ঠিক একইভাবে, এই বরো ১৬'র বড়িশা পূর্বের ওয়ার্ড নম্বর ১২৩ ও ঠাকুরপুকুরের দাসপাড়া ও সন্নিহিত বিস্তীর্ণ এলাকা ওয়ার্ড নম্বর ১২৪'র ভূ-গর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থাপনার উন্নতিতে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে ৬৬ কোটি ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩২৭ টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা নির্মাণের কাজে কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রকল্পে ২৫০ ডায়ামিটারের পাইপপাতা হবে ২৫,৫৪৭ মিটার। ৩০০ ডায়ামিটারের পাইপপাতা হবে ৮,৪৬১.৪ মিটার। ৪০০ ডায়ামিটারের পাইপপাতা হবে ৫,১২৯ মিটার। ৫০০ ডায়ামিটারের পাইপপাতা হবে ২,৬৯৬ মিটার এবং ৬০০ ডায়ামিটারের পাইপপাতা হবে ৩২০.৯ মিটার। এবং ৩০০x৩০০ মিটারের বক্স ড্রেন তৈরি হবে ১১১.৭ মিটার। দু'বছরের মধ্যে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা নির্মাণের এই কাজ শেষ হওয়ার পর বর্ষায় বড়িশা–ঠাকুরপুকুরের পাড়ায় পাড়ায় আর জল দাঁড়াবে না এবং মশা–মাছিও অনেক কমে যাবে।

স্বীকৃতির দাবিতে ফের সরব বায়োকেমিক চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : বায়োকেমিক চিকিৎসাকে আলাদা ভাবে স্বীকৃতির দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে চলেছেন সারা দেশের কয়েক লক্ষ্য চিকিৎসক। বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি বায়োকেমিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে স্বীকৃত। ভারতবর্ষেও বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা হলেও এটিকে আলাদাভাবে স্বীকৃতি দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। বায়োকেমিক চিকিৎসাকে আলাদা ভাবে স্বীকৃতির দাবীতে কয়েকদিন আগে কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল করেন কয়েক হাজার চিকিৎসক। এবার অল ইন্ডিয়া বায়োকেমিক মেডিকেল কনফারেন্সে ফের একবার এই দাবীতে সোচ্চার হলেন বায়োকেমিক চিকিৎসকরা। সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ বায়োকেমিক অ্যান্ড মেডিসিন ইউথ রিসার্চ ইন ইন্ডিয়ার উদ্যোগে পঞ্চম অল ইন্ডিয়া বায়োকেমিক মেডিকেল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো কলকাতার ভারত সভা হলে। প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। যেখানে সারা দেশ থেকে কয়েক হাজার বায়োকেমিক চিকিৎসক উপস্থিত হন। চিকিৎসকরা জানান, বায়োকেমিক এর আবিষ্কারক এবং চিকিৎসা পদ্ধতি আলাদা হলেও এটিকে পৃথক কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। তাই তারা বায়োকেমিক চিকিৎসাকে আলাদা করে স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করে যাবেন। সংস্থার সেক্রেটারি ডক্টর এন. সি বাগচী বলেন, যতদিন না কাউন্সিলকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ততদিন তারা আন্দলন চালিয়ে যাবেন। বায়োকেমিক চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরেন সংস্থার সভাপতি মেডিক্যাল বিজ্ঞানী ডাক্তার টি কে বাগচী।

নয়া বিজ্ঞাপন নীতিতে কিউ আর কোড

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌর এলাকার সৌন্দর্যায়ন, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা এবং নগর জুড়ে অসংখ্য জনসচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দিতে কলকাতা পৌরসংস্থা বিজ্ঞাপন বিভাগ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন চত্বরে এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী জায়গা গুলিতে অবৈধ হোর্ডিং রোধ করার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি) রেগুলেশন, ২০২২ – এর খসড়া গতবছর প্রকাশিত হয়েছিল। এই খসড়া নীতি প্রকাশিত হবার পরে প্রাপ্ত পরামর্শ, আপত্তি এবং দেশের কয়েকটি বড় মেট্রো শহরে বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপন নীতি দীর্ঘ পর্যালোচনা করে, খসড়া নীতিটি আরও পরিমার্জিত করা হয়েছে। ওই প্রস্তাবিত নীতিতে বলা হয়েছে – (১) বিজ্ঞাপনমুক্ত অঞ্চল, সবুজ বলয়, ব্যক্তিগত হোর্ডিংমুক্ত অঞ্চল এবং সাময়িক বিজ্ঞাপনমুক্ত অঞ্চল বিজ্ঞাপন প্রদর্শনে বিধিনিষেধ আরোপ করা। (২) রাস্তায় বর্তমান দ্বি-পদযুক্ত সকল বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং গুলো পর্যায়ক্রমে লোহার কাঠামোসহ ভেঙে ফেলতে হবে এবং তার পরিবর্তে মনোপোল এবং এল.ই.ডি. আলো ব্যবহার করা হবে। (৩) প্রধান বা বড়ো সড়কের কয়েকটি বিশেষ মোড় বা সংযোগস্থল ছাড়া কোনও রাস্তার এক কিলোমিটারের মধ্যে পাঁচটির বেশি মনোপোল রাখা যাবে না। (৪) রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা বা বিভাগ দ্বারা পরিচালিত বা রক্ষিত হওয়া উড়ালপোল, ফুট ওভার ব্রিজ বা স্কাইওয়াকের ওঠানামার পথ বিজ্ঞাপনমুক্ত থাকবে এবং সবুজায়নের জন্য ব্যবহার করা হবে। (৫) ট্রাফিক সিগন্যাল পোল, সেকেন্ডারি পোল, ক্যান্টিলিভার পোল, ব্লিঙ্কার পোল, পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ ইত্যাদির মতো উপযোগী ব্যবস্থা গুলির সঙ্গে কোনও বিজ্ঞাপন সংযুক্ত করা যাবে না। ট্রাফিক সিগন্যাল এবং অনুরূপ বিষয় গুলিকে কলকাতা পৌরসংস্থা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও খরচ গ্রহণ করবে। (৬) কার্যকর পরিচালনার জন্য এবং একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পরিচালনার জন্য কলকাতা পৌর এলাকার মধ্যে রাজ্য সরকারের কোনও দফতর, সংস্থা বা স্ব-শাসিত সংস্থা দ্বারা নির্মিত পরিকাঠামোতে বিজ্ঞাপিত করার লক্ষ্যে সমস্ত ধরনের বিজ্ঞাপনী বিষয় এবং অথবা স্থান বরাদ্দের অনুমতি দেওয়ার একমাত্র অধিকার কলকাতা পৌরসংস্থার থাকবে। (৭) কলকাতা পৌর এলাকার মধ্যে পোর্ট ট্রাস্ট, ইস্টার্ন রেলওয়ে, মেট্রো রেলওয়ে বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা পি.এস.ইউ. দ্বারা নির্মিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা অবকাঠামোতে নিজ নিজ হোর্ডিং, কিয়স্ক ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অধিকার প্রদানের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা ও তারপরে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা উপার্জিত রাজস্ব কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে সমানসমান অনুপাতের ভিত্তিতে ভাগ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (৮) মেয়র পারিষদ সদস্য দ্বারা অনুমতি প্রাপ্ত না হলে কোনও বাতিস্তম্ভ বা কিয়স্কে স্থায়ী বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। (৯) সড়ক ও ফুটপাতে কোনও সূচক বোর্ড ব্যবহার করা যাবে না।

এছাড়াও (১) বর্তমান বিজ্ঞাপন গুলি যাতে কোনও ভবনের স্থাপত্য দৃশ্য বা বৈশিষ্ট্য গুলিকে জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে অবরুদ্ধ, আড়াল বা অন্য কোনও সমস্যার সম্মুখীন করতে না পারে, সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে। (২) কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতর কলকাতা শহরের যেসব বাড়ি বা ভবনকে বিপজ্জনক, জরাজীর্ণ বা অসুরক্ষিত বলে ঘোষণা করেছে, সেগুলিতে কোনও বিজ্ঞাপন বা হোর্ডিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। (৩) পরিবেশ দূষণ রোধে হোর্ডিঙে পি.ভি.সি. ফ্লেক্সের বিকল্প হিসাবে পরিবেশ বান্ধব ও জীবাণু বিয়োজ্য কাপড়ের উপকরণ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (৪) হোর্ডিং গুলির নান্দনিক মান বজায় রাখার জন্য হোডিং কাঠামোকে উপযুক্ত ভাবনায় হতে হবে। (৫) হোর্ডিং গুলিতে যখন কোনও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে না, তখন শহরের সৌন্দর্যায়ন ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে হোর্ডিং গুলিকে সাদা ফ্লেক্স দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এবং (৬) দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং অনুরূপ বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে ফ্লেক্স, ব্যানার, বোর্ড, কাট-আউট ইত্যাদির মাধ্যমে অস্থায়ী বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন গুলি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে। অন্যথায়, উপযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে জরিমানা করা হবে।

বর্তমানে অনলাইন পদ্ধতিতে সব ধরনের প্রদর্শনের অনুমতি সংক্রান্ত আবেদনপত্র জমা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই মহানগরীকে বিজ্ঞাপনের বিশৃঙ্খলার মাধ্যম থেকে মুক্ত করতে এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে পরিদর্শন কার্যক্রম সহজ করে তোলার উদ্দেশ্যে অবৈধ বিজ্ঞাপন শনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কিউ.আর.কোড ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের অনুমতি দেওয়ার সময় কিউ.আর.কোড. তৈরি করা হবে এবং বিজ্ঞাপন সংস্থা গুলিকে পাঠানো হবে। ওই সকল সংস্থার প্রতিটি স্থায়ী বিজ্ঞাপনে এই জাতীয় কিউ.আর.কোড প্রিন্ট এবং পেস্ট করা থাকবে। যে কেউ মোবাইল বিজ্ঞাপন গুলিতে লাগানো কিউ.আর.কোড গুলি স্ক্যান করতে পারবেন এবং কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমতির বিস্তারিত তথ্য এখান থেকেই জানতে পারবেন।

কিউ.আর.কোড স্ক্যানার ব্যবহার করে অতি সহজেই বৈধ এবং অবৈধ হোর্ডিং শনাক্ত করতে পারবেন এবং বিষয়ানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

এছাড়া যে কোনও নাগরিকের কোনও অভিযোগ করার থাকলে কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমান প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সেই অভিযোগ নথিবদ্ধ করতে পারবেন। এই বিষয় রাজনৈতিক দলের প্রচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন নিয়ে কোনও নির্দেশিকা নেই। রাজনৈতিক দলের ব্যানারে হোর্ডিং ও সৌন্দর্যায়ন এ বাঁধা আনে তাই এই ব্যাপারেও নীতি প্রণয়ন চায় কলকাতার জনগণ।

বার্তা

রানার : কলকাতা জিপিও'র ২৫০ বছর উপলক্ষ্যে জিপিও রোটান্ডাটে সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দবোস। উপস্থিত ছিলেন সচিব বিনিত পান্ডে, চিফ পোস্ট মাস্টার নীরজ কুমার ছবি: প্রীতম দাস

চড়ছে পারদ : চলতি বছরে আলুর দাম বেশ চড়া, মাঠেই দাম উঠছে ৮০০–৮৪০ টাকা প্রতি বস্তা, আগামী দিনে বাজার দর কোথায় যাবে কে জানে, বালিপুর হুগলি। ছবি : অভিজিৎ কর

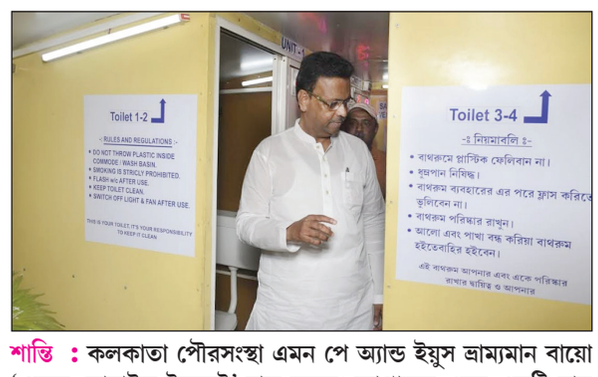

শান্তি : কলকাতা পৌরসংস্থা এমন পে অ্যান্ড ইয়ুস ভ্রাম্যমান বায়ো 'ওমেন মোবাইল টয়লেট' চালু করল। আপাতত এমন একটি বাস কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকবে। এতে মহিলাদের চারটি টয়লেট রয়েছে। বাথরুমে প্লাস্টিক ও ধুমপান সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। ব্যবহারের পর ফ্লাস খুলে দেবেন। আলো – পাখা বন্ধ করে দেবেন। তথ্য ও ছবি : বরুণ মণ্ডল

মুখোমুখি : বুধবার চিনপাই ব্রীজে ট্রেলার ও লরির মুখোমুখি সংর্ঘষে জখম ৪জন। তারা চিকিৎসার জন্য সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি।

এখানে ওখানে

শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে শেষজীবন কাটাতে চান নিঃসন্তান বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : নিঃসন্তান দম্পতি! ভগ্নপ্রায় হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতেই পাড়ায় পাড়ায় ফেরিওয়ালার কাজ করেন। হৃদয় কে সান্ত্বনা দিতে যখন যে গ্রামেই জিনসপত্র ফেরি করার জন্য যায় সেখানে শিশুদের দেখতে পেলে দুনয়ন বেয়ে অশ্রুবারি ঝরে পড়ে, সেখানেই শিশুদের হাতে খাবার তুলে দিয়ে নিজের ভগ্ন হৃদয়কে তৃপ্ত করেন ফেরিওয়ালা সাইফুদ্দিন মোল্লা। ফরিওয়ালার কাছ থেকে প্রায় প্রতিদিনই খাবার পেয়ে খুশি শিশুরা। মাইকের আওয়াজ পেলেই তারা দৌড়ে আসে সাইফুদ্দিনের কাছে।

জানা গিয়েছে, প্রায় বছর ৬০ বয়সের সাইফুদ্দিন পেশায় দীনমজুর। গত প্রায় ৪০ বছর আগে ক্যানিংয়ের গোপালপুর পঞ্চায়েতের বদুকুলা গ্রামের রোকেয়াকে বিয়ে করেন। বিয়ের বছর চারেক পর দম্পতির কোন সন্তান না হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। তাতেও কোন কাজ না হওয়ায় বিভিন্ন বদ্যি, কবিরাজ, ওঝা, গুণীনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সন্তান পাওয়ার আশায়। সমস্তটাই বৃথা হয়। পরবর্তী সময়ে এলাকারই দুই শিশু কন্যা কে দত্তক নিয়ে নিজের সন্তানের মতো বড় করে তুলেছিলেন। প্রাপ্ত বয়স হওয়ায় তাদেরকে দেখাশোনা করে বিয়েও দিয়ে দেয় সাইফুদ্দিন। দত্তক মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার পর আবারও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে দম্পতি। দুঃখ শোক গ্রাস করতে থাকে।বছর দুই আগেই দীনমজুর পেশাকে পরিবর্তন করে। শুরু করে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করার কাজ।কাজের সুত্রে নিঃসন্তান সাইফুদ্দিন জীবনে দুঃখ শোক ভুলে আনন্দে থাকার রসদ পেয়ে যায়। প্রতিদিনই ফেরি করার সময় পাড়ার শিশুদের সাথে মিশে একাত্ম হয়ে ওঠে। আনন্দের পাশাপাশি নিজের আয়ের একটা বড় অংশ শিশুদের জন্য ব্যয় করেন। প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকার শিশুদের হাতে খাবার তুলে দেয় সে। প্রথম দিকে গ্রামের সাধারণ মানুষজন এমন কাজকে ভালো চোখে নেননি। যদিও পরবর্তী সময় সাইফুদ্দিনের জীবন কাহিনী শুনে তার কাজে কেউ আর বাধা দেয়নি।

এলাকার কুতুবুদ্দিন মোল্লা, স্বপন হালদার, মহিনুদ্দিন সেখ ও বাপি মন্ডলদের দাবি, সাইফুদ্দিন যে শোকে আক্রান্ত তা বহিঃপ্রকাশ করার মতো নয়। আমরা জানতে পারার পর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করি। পাশাপাশি শিশুদের সাথে মিশে সে যাতে বাকি জীবন কাটাতে পারে তারজন্য সহযোগিতা করেছি।

সাইফুদ্দিনের কথায়,জীবনে কিছুই পেলাম না।প্রস্ফুটিত শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে শেষ জীবন কাটাতে চাই। কারণ আমার যতটুকু অর্থ রয়েছে তা ভবিষ্যতে কিছুই হবেনা। ফলে আগামী প্রজন্মের শিশুরা যাতে হাসিমুখে বড় হতে পারে তারজন্য ফেরির কাজ করার পাশাপাশি তাদের মুখে হাসি দেখার জন্য আমার এই প্রচেষ্টা।

আরকিউরিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় মুছে যাওয়া 'নিউ দিল্লি টাইমস', 'ছুটি', 'ভবানী ভাওয়াই'র মতো ছায়াছবিগুলির পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ এবং সেগুলির প্রদর্শনের ব্যবস্থা উৎসবের আকারে–উদ্যোগ নিয়েছে এসআরএফটিআই। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ১৬ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত ৭দিন ধরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আরকিউরিয়া। 'আরকাইভিং', 'কিউরেশন', এবং 'রেস্টোরেশন' এই তিনটি শব্দ মিলিয়ে তৈরি হয়েছে আরকিউরিয়া। এই ৭দিনের অনুষ্ঠানে ছাত্র–ছাত্রীদের

জন্য কর্মশালার পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ছবির সংরক্ষণ–সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্দেশক বিধু বিনোদ চোপরা সহ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে ই–কথোপকথন হবে এই উৎসবে। এছাড়াও থাকছে বিশেষ প্রদর্শনী। উপস্থিত থাকবেন বিশ্বখ্যাত জাপানি চলচ্চিত্র পরিচালক নোয়ামি কাওয়াসে। তিনি সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্যও রাখবেন। এই উৎসবে কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার সচিব সঞ্জয় জাজুর আশার কথা রয়েছে। ১৩ মার্চ কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান এসআরএফটিআই'র অধিকর্তা শ্রী হিমাংশু শেখর খাটুয়া। এই চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে প্রায় মুছে যাওয়া থেকে উদ্ধার করা মৃণাল সেনের ছবি 'ওকা উড়ি কথা', একইভাবে উদ্ধার করা তপনস সিনহার 'আদমি আউর অউরত', অরুন্ধতী দেবীর 'ছুটি', রমেশ শর্মার 'নিউ দিল্লি টাইমস'– সহ একগুচ্ছ ছায়াছবি। উৎসবে মোট ২১টি এধরনের ছবি দেখানো হবে।

মাজদিয়ার শিবনিবাস হয়ে গেদে বর্ডারে

শর্মিষ্ঠা : সাহা মনের আঙিনায় মাঝে মধ্যেই অনুভব করি ভ্রমণের টান। আর তারই জেরে ছুটে যাই কোনো না কোনো নতুন জায়গায়। অনেকদিন থেকেই ভারত, বাংলাদেশ সীমান্তের 'গেদে' বর্ডারে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। হঠাৎই মন স্থির করে চললাম 'গেদে' বর্ডারের উদ্দেশ্যে। তাই শিয়ালদা স্টেশন থেকে গেদে লোকালে চড়ে বসলাম। হঠাৎ ভাবনাম ট্রেনটা তো 'মাজদিয়া'-র উপর দিয়ে যাবে। তাহলে তো মাজদিয়ার 'শিবনিবাসে' যাওয়াই যায়। পথ পার্শ্বের ধূ ধূ প্রান্তর, শস্যক্ষেত, ধানক্ষেত দেখতে দেখতে ট্রেন চলেছে। মাজদিয়া স্টেশন আসায় নেমে পড়লাম। একটা অটো ঠিক করে চললাম চুর্নী নদীর ওপারে অবস্থিত শিব নিবাসে। এপার থেকে কাঠের সেতু ও পাকা ব্রিজ দিয়ে ওপারে যাওয়া যায়। আমরা কাঠের সেতু পেরিয়ে গাছপালায় ঘেরা নদীর পাড় দিয়ে পৌঁছলাম শিবনিবাসে। গ্রাম্য সুন্দর পরিবেশ। মাঠের পাশে দুটি শিবমন্দির। গ্রামের মহিলা পুরুষেরাই পূজা–সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসে আছেন। পূজার ডালা কিনে মন্দিরের উদ্দেশ্যে 'রাজ–রাজেশ্বর' শিবের মাথায় দুধ–গঙ্গাজল ঢাললাম। এটি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গ। মন এক অনাবিল শান্তিতে ভরে গেল পুরোহিতের আবেগঘন মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে।

রাস্তার ওপারে আছে রাম–সীতার মন্দির। সেখানে গেলাম। পুরোহিত স্বপন ভট্টাচার্যের কাছে মন্দিরের ঐতিহাসিক পটভূমি শুনলাম। নদিয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে (১৬৭৬ শকাব্দ) এখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যা 'রাজ রাজেশ্বর শিব' নামে খ্যাত। গ্রামবাসীদের কাছে বড় শিব। রাজা ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে (১৬৮৪ শকাব্দ) 'রাজেশ্বর শিব' নামে সামনেই একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাম–সীতা মন্দিরে ভোগের ব্যবস্থা আছে। কলকাতা থেকে বহু দশনার্থী এখানে আসেন। প্রতি বছর ভৈমী একাদশীতে ১৮দিন ব্যাপী মন্দির প্রাঙ্গণে এক বিরাট মেলার আয়োজন করা হয় মন্দির কমিটি ও গ্রামবাসীদের উদ্যোগে। বাইরের বহু গ্রাম থেকে নানা পসরা, হাতের কাজের জিনিসের দোকান বসে। শ্রীমোহনানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ অবধি মেলার বিস্তার হয়। আশপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ ওই কদিন ভিড় করে মেলায়। এখানে থাকার জন্য চুর্ণী রিসর্ট, কৈলাস লজ আছে। হোটেলের মানও যথেষ্ট ভালো। মেলা উপলক্ষ্যে অথবা শিবনিবাস ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গেলে নিরালায় চূর্ণীর তীরে দু–এক দিন কাটানোই যায়। তারপর স্টেশনে এসে গেদে লোকাল চড়ে গেদে পৌঁছলাম। গেদে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বর্ডার। বাংলাদেশের লোকেরা ভারতে চেকিং এর পর এখানে ঢুকেছে। আমরা চললাম কাঁটাতারের সীমানা দেখতে। ভারতের লোকেরাও একইভাবে চেকিংএর পর বাংলাদেশে চলেছে পায়ে হেঁটে। কিছুটা এগিয়ে বিএসএফ–এর ঘাঁটি দেখলাম। একটু এগিয়ে রাস্তার পাশে কাঁটাতারের বেড়া। ওপারে বিশাল ধানক্ষেত, নো ম্যানস ল্যান্ড। অনুমতি নিয়ে সীমিত সময়ের জন্য চাষিরা চাষ করতে যায়। বাংলাদেশেও একইভাবে ভুট্টাচাষ হচ্ছে ওদেশের নোম্যানস ল্যান্ডেএ। দূর থেকে সেই সীমানা দেখে আবেগাপ্লুত হলাম। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতে থাকা তথাকথিত বাঙালদের যেন একটা যোগসূত্র বা নাড়ীর টান আছে। পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আসার কঠোর যন্ত্রণাটা যেন বুকে বাধছিল। মনে হল ওখানেও যেন কেউআছে, কিছু আছে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ধান ভুট্টাক্ষেতে সোনালী রশ্মি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল এক নিমেষে। দিগন্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে লাল সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে ফেরার পথ ধরলাম।

মাদুর বাঁচানো শিল্পীরা ভালো নেই

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর : শুধুমাত্র বংশপরম্পরায় ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে আজও মাদুর কাঠি চাষ ও মাদুর তৈরি করে চলেছেন ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের কুশকারী এলাকার পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী পঞ্চায়েত সহ ব্লক এলাকার বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে হরিরামপুর, কুশকারী, ধুমশাদীঘি সহ বিভিন্ন গ্রামে বংশপরম্পরাকে প্রাধান্য দিয়ে আজও মাদুর শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রায় শতাধিক দেবনাথ পরিবারের সদস্যরা মাদুর তৈরি করে চলেছেন। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ফাল্গুন চৈত্র মাসে জমিতে মাদুরকাঠির চাষ করা হয় এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে সে মাদুর কাঠি জমি থেকে কেটে বাড়িতে তোলা হয়। বছরে একবার জমিতে বীজ বপন করলে তিন বছর অবধি সেই বীজ থেকেই কাঠি জন্মায়। সারাদিন খেটে খুটে প্রায় আট থেকে দশটি মাদুর তৈরি করে একটি পরিবার। পাইকারি দরে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা হিসেবে বিক্রি করা হয় বিভিন্ন হাটে বাজারে। তবে তারা দীর্ঘদিন ধরে এই শিল্প গ্রামীণ শিল্প বাঁচানোর কাজ করলেও কোনরকম সরকারি সুযোগ এখনো পাননি বলে অভিযোগ করেন ওই এলাকার মাদুর শিল্পীরা। এই বিষয়ে প্রবীন মাদুর শিল্পী সুশীল দেবনাথ (৬০) জানান, বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা ব্যবসাকে টিকিয়ে রেখেছি বংশপরম্পরায়। তবে বাজারে জিনিসের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ার ফলে আমাদের মাদুর তৈরি করা এবং চাষ করা বড় দুষ্কর হয়ে উঠেছে। কোনরকম সরকারি সহযোগিতা না পাওয়ায় খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। পাশাপাশি এই মাদুর তৈরি করবার জন্য নারান রকম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় তার দামও বাড়ছে। বছরের একটা লাভের অংশ আসলেও তা সামান্য। তার উপর দিনের পর দিন খরচ বাড়ছে। তাই কিছু সরকারি সহযোগিতা পেলে উপকার হত।

মাঙ্গলিকী

বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি এক মনোরম সন্ধ্যায় দমদম নাগের বাজার 'অজিতেশ মঞ্চে' সঙ্গীত সুধা মিউজিক আকাদেমি ও মনোস্কোপের যৌথ উদ্যোগে প্রতিভাময়ী বেতার শিল্পী, শিক্ষিকা ও সংস্থার অধ্যক্ষা কর্ণধার শ্রাবন্তী ব্যানার্জী ও মনোস্কোপের প্রতিষ্ঠাতা সোমদত্তা ব্যানার্জীর যুগ্ম পরিচালনায় নম্রতা ভৌমিকের সঞ্চালনায় ও কর্মসচিব অরিজিৎ ব্যানার্জীর সাদর আহ্বানে ১৯তম বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল। পৌরোহিত্য করেন বিধায়ক ও মেয়র ইন কাউন্সিল দেবরাজ চক্রবর্তী। সারগর্ভ ভাষণ দেন পুরপিতা শান্তনু ব্যানার্জী, অভিনেত্রী দেবলীনা চক্রবর্তী, সপ্তর্ষি ব্যানার্জী, কাকলী ঘোষ, মধুজা নন্দী, সৌজন্য দাস, দিয়া ঘোষ প্রমুখ। শিল্পীরা পরিবেশন করেন 'ঐক্যতান মন ও সুরের মিলন উৎসব তোমায় আমায় মিলে।'' সঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন বেতার শিল্পী শ্রাবন্তী ব্যানার্জী, চিত্রা রায় মুখার্জী, শ্রীজয়ী পাল, আশীষ চক্রবর্তী, সায়ন সিংহ রায়, আবীরা চক্রবর্তী, তিয়াসা বারিক, কৌস্তভ দাস, অনিন্দিতা বর্মণ, শর্মিষ্ঠা সাহা, নীলাঞ্জনা মাইতি, রূপমঞ্জরী গোস্বামী, শানভী গুপ্ত, আর্শিয়া মজুমদার, মিধাত ফতেমা, স্বপ্নিল ঘোষ, শুভ্রনীল ঘোষ, মিথ মুখার্জী, সোমাশ্রী দাস, সমরজনী মণ্ডল, আশীষ দে, রোহিত ঘোষ, সাগ্নিক দাশগুপ্ত, আকাশ দে, রোহিত, দীপশিখা সরকার, অপরাজিতা ঘোষ, দেবিকা বড়ুয়া, সুভম হালদার, পুষ্পা পাত্র প্রমুখ। সঙ্গে পার্কাসন, তবলা, অরগ্যান ও সেতার, গীটার বাজান অরিজিৎ ব্যানার্জী, দেবাশীষ বসু, সমীর দাস, শৈলেন রায় ও সুপর্ণা চক্রবর্তী, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অভিজিৎ ব্যানার্জী, প্রাণবন্ত উৎসবে অগণিত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বি–শতবর্ষ প্রাচীন হুগলি মহসিন কলেজের পুনর্মিলন উৎসব

মলয় সুর, হুগলি : ফেলে আসা যৌবনের কলেজ বেলায় ফিরে যেতে বোধ হয় প্রত্যেকেই ভালবাসেন। কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে খুনসুটি, খেলা, আড্ডা, অভিমান– এই সবই জীবনের পরম পাওয়া। জীবনে চলার পথে এই স্মৃতিগুলো সব সময়ই বাড়তি রসদের কাজ করে। সেই নস্টালজিয়ার রসদটুকু আরও বেশি করে ধরে রাখার জন্যই চুঁচুড়ায় হুগলি মহসিন কলেজের প্রাক্তনীরা ২০০৭ সালে তৈরি করেন তাদের বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব কমিটি। ১০ মার্চ রবিবার সারাদিন নানা কর্মসূচির পাশাপাশি পুরনো সহপাঠীদের সঙ্গে দেদার আড্ডা, হরেক মজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভুরিভোজ– সবটা মিলিয়ে ছিল উৎসবের প্রেক্ষাপট। কলেজের এদিনের অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সূচনা করে প্রাক্তন ছাত্র তথা হুগলি–চুঁচুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়। অ্যালামণি অ্যাসোসিয়েশন কমিটির সেক্রেটারি প্রফেসর ডক্টর মোহনলাল ঘোষ জানালেন, বিগত ২৪ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে নানান ঘাত–প্রতিঘাতের সমস্যার মধ্যেও এই বার্ষিক মিলন উৎসব কলেজের প্রাক্তণীরা করে আসছেন। এই দ্বি–শতবর্ষ প্রাচীন গৌরবময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনর্মিলন উৎসবে বর্ষীয়ান প্রাক্তনীরা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কলেজের প্রতি সেই টান ভালবাসার ভাবনার রেশ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এই মিলন উৎসবে প্রাক্তন ছাত্র–ছাত্রীদের সংখ্যার হারটা বৃদ্ধি পেলে আনন্দিত হব। এই সুবিশাল কলেজটি দানবীর হজরত মহম্মদ মহসীনের অনুদানের অর্থে ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ কলেজটি এখন হেরিটেজ–এর আওতায় আসেনি। এ ব্যাপারে অবশ্য মোহনলাল বাবুরা আপ্রাণভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। এদিন প্রাক্তণী প্রদীপকুমার দত্ত বলেন, কলেজের পুনর্মিলনের ব্যানারগুলি ইংরাজির বদলে বাংলায় লেখা থাকলে সকলের নজরে আসতো। যেহেতু বাংলার মাটিতে অনুষ্ঠান চলছে। উল্লেখ্য এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন সত্তর দশকের কলকাতা গড়ের মাঠে শিল্পী ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত, ফুটবলার নলিনাক্ষ রায়চৌধুরী, নামী সাড়া জাগানো অ্যাথলেটিক্স মনোরঞ্জন পোড়েল, প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নরেন দে। এঁনারা সকলেই কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। অন্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৮৫ বছরের বর্ষীয়ান প্রাক্তনী প্রেসিডেন্ট নন্দদুলাল ব্যানার্জী, সহ যুগ্ম সম্পাদক উদয়শংকর চ্যাটার্জী, যাদু ঘোষ, বর্ষীয়ান অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়, শিশির চক্রবর্তী, শেখ নুসরৎ আলি, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন দিলীপ দাস মোদক।অনবদ্য গানের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ভক্তিগীতি সম্মেলন ও স্মরণসভা

হীরালাল চন্দ্র : গত ৩ জানুয়ারি থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিবেকানন্দ সোসাইটির 'উদ্যোগে ও সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় 'স্মরণসভা ও ভক্তিগীতি সম্মেলন' সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রঞ্জন রায়। বিভিন্ন দিনে সারগর্ভ ভাষণ দেন অচিন্ত্য মুখার্জী, পঙ্কজ ব্যানার্জী, রাজেশ বসু, সুভাষ মিত্র, ভাস্কর রায় চৌধুরী, তপন চক্রবর্তী। প্রসঙ্গ জগন্মাতা সারদাদেবীর ১৭১ তম বর্ষ জন্মতিথি, পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম বর্ষ জন্মতিথি, গৃহীর আদর্শ মা সারদা। হরিহর দাস, কল্যাণ কর, সূর্য নারায়ণ দে, আরতি দে, স্বামী সারদানন্দজীর জীবনী আলোচনা করেন। ভক্তিগীত পরিবেশন করেন দেবারতি সেন, ঝুনু ব্যানার্জী, সৌমী চ্যাটার্জী, মিতা নাগ, করুণাময়ী ভট্টাচার্য, চন্দ্রমোহন দাস, সুদীপ পাল প্রমুখ। শেষে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রীর জন্মোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ রোডের 'মধুসূদন সভাগৃহে অশোক নাথ গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মারক সমিতির উদ্যোগে সম্পাদক বিমান ভট্টাচার্য্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রীর ১১৫তম বর্ষ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সারগর্ভ ভাষণ দেন প্রাক্তন রাজ্যপাল ও হাইকোর্টের বিচারপতি শ্যামল সেন, ডক্টর অমিত ভট্টাচার্য্য, ড. শান্তিনাথ ঘোষ, ডক্টর গোপাল মিশ্র, ভর্গোনাথ ভট্টাচার্য, অমলেন্দু হাইত, জয়ন্ত চক্রবর্তী, দেবযানী ঘোষ, তিমির হালদার, আশীষ গিরি প্রমুখ। কয়েকজন শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শেষে অতিথিদের জলযোগে আপ্যায়ণ করা হয়।

দুই পরিবারের গল্প নিয়ে আসছে 'বেলাইন'

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুক্তি পেল 'বেলাইন' ছবির ট্রেলার। দৃষ্টিশ্রী আর্টস প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যানারে 'বেলাইন' শীর্ষক নতুন বাংলা ছবি খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে। সম্প্রতি কলকাতার এক রেস্তোরাঁতে আয়োজিত এই ছবির ট্রেলার লঞ্চ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছবির নায়ক তথাগত মুখোপাধ্যায় ও নায়িকা শ্রেয়া ভট্টাচার্য। ছিলেন ছবির আরেক অভিনেতা আর জে সায়ন। এছাড়াও আছেন অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। উপস্থিত থেকে পরিচালক ও কাহিনীকার শমীক রায়চৌধুরী বলেন, ছবিটি আসলে দুটো ঘরের গল্প। এই দুই ঘরের গল্পের মধ্যে রয়েছে অনেক চমক। গল্পের শেষে রয়েছে সেই সমস্ত চমকের উত্তর। তিনি আরও বলেন, প্রায় ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের এই ছবিতে দর্শক ড্রামা ও থ্রিলার দুইই পাবে। তাই আশা করি সবার ভালো লাগবে 'বেলাইন'। ছবির কথায় ও গানে সুরে তমালকান্তি হালদার। সুপ্রিয় দত্তর ক্যামেরা, তপন শেঠের আর্ট ডিরেকশন, সংলাপ ভৌমিকের সম্পাদনা এই ছবির অন্যতম সম্পদ। ছবির প্রযোজনার দায়িত্বে হরিৎ রত্ন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২৯ মার্চ মুক্তি পাবে 'বেলাইন'।

বসন্তোৎসব নিয়ে প্রাক্তনীর মার্চ মাসের অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর অধিবেশন বসে প্রত্যেক মাসের প্রথম মঙ্গলবার। অর্থাৎ ৫ মার্চ দুপুর আড়াইটায় শুরু হল সেই অধিবেশন আশুতোষ ভবনের দোতলায় ২১১ নম্বর ঘরে। গানে গানে, কবিতা আবৃত্তিতে, আলোচনায় বসন্তোৎসব প্রাণবন্ত হয়ে উঠল সভ্যসভ্যাদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। স্বরচিত কবিতা পড়লেন দীপান্বিতা সেন। বসন্ত প্রসঙ্গে সুন্দর আলোচনা করেন অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়। রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক দুটি গান শোনান সংস্থার সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ। অপর্ণা বিশ্বাসের গাওয়া তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো গানটি সকলের মন ভরালো। বাচিক শিল্পী দম্পতি ড. কৃষ্ণপদ দাস ও সুস্মিতা দাস তাঁদের কবিতা পরিবেশনে বৈচিত্র এনেছিলেন। শেষ গানের শিল্পী ছিলেন সংস্থার সভাপতি ড. পিনাকেশ সরকার। অপূর্ব সে নিবেদন।

কবিতা

আগুন
সঞ্জয় কুমার নন্দী

বসন্ত এলে
সব কিছু মধুর মধুর সুন্দর রূপ বহুদূর...
হালকা শীত
হয়তো কুয়াশা বিলীন মলয় দখিন ...
আকাশের চরিত্র বদলায়
পরিচয় মনে হয় রঙীন বসন্তময় ...
এলে রঙে রঙে ফাগ
চারিদিকে উৎসব বর্ণময় সব ...
এলে ফুলের মেলা পাতা ঝরানোর বেলা
বাতাসের সরসতা আর বছর শেষের
আজাহার বসন্তের গান
অনুভূতিময় প্রাণ জেগে ওঠে নতুন জীবন
পলাশ শিমূল ফাগুন
অনতিদূরে অপেক্ষায় এক গ্রহের অনন্ত আগুন!
(দঃ শুঁড়া, চকদিঘী, পূর্ব বর্ধমান)

পাকা সোনা
অণিমা বিশ্বাস

অদেখা আগুন –
বুকের মাঝে চাপা ছিল
তুমি এসে, তোমার পরশে
সে আগুন ধরিয়ে দিলে
এখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে
পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি
তোমার চোখেও সে আগুনের
ঝলক দেখতে পাই
পুড়তে বাদ যাচ্ছো না তুমিও
অনন্ত কাল ধরে পুড়তে পুড়তে
দু–জনে একদিন খাঁটি সোনা হয়ে যাব।
(কলকাতা –৪০)

শুরু হোক পথ চলা
আব্দুল হান্নান

অনেক দিনের স্বপ্ন মনে সাজিয়ে রাখি শিলা
দূরেই থাকো, কাছে এসে হয়নি আজো চলা
হোক না শুরু তরুর ছায়ায় দূরের কোনো পথে
প্রথম পাওয়ার প্রথম ছোঁয়ায় ভাসি খুশির স্রোতে।
পৌষালীর এই মসৃণ হাওয়ায় মনে তোমার জাগে
মুখোমুখি বসার সুযোগ হয়নি তো যে আগে
স্বপন যখন দেখেছি নতুন, নতুনের রঙ মাখি
নীরবতা ছেড়ে নিবিড় ভাবেই এসো কাটাই একাকী।
দূরে না হোক কাছে কোথাও চলো ঘুরে আসি
প্রহর গোনা ভ্যাবসাতে উঠুক ফুটে একটু হাসি
অপূর্ণ সাধ মেটাবো খুশির আলো আঁধার তীরে
আমরা হারাবো আমাদের মাঝে নব নবারুণ নীড়ে
পথের দিশায় ... পথ হারাবো পথের অনুরাগে
পথ আমাদের পথ দেখাবে চিরস্থায়ী রাগে।
(রামশরণপুর, কুলপি, দঃ২৪ পরগনা)

ছাদ
শশাঙ্ক শেখর মাইতি

তুমিই ছাদ –
মাথার ওপর ছাতা. নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয়।
তুমি আছো বলে –
দুর্জয় ও নির্ভীক জীবন, সুখস্বপ্ন দেখি,
আশার জাল বুনি
তুমি দিশা জীবনের অন্ধকারে
প্রেরণার অতুজ্জ্বল আলো ...
তুমি আছো বলে –
ঝঞ্ঝাক্লিষ্ট জীবনে দুর্নিবার চলি পথ মনের আনন্দে
তুমি আশা, ভালোবাসা, বন্ধু
সান্ত্বনা হও তুমি দুঃখ ব্যথায় ..
তুমি আছো বলে –
জ্ঞানের আলোয় বিশ্ব পরিক্রমা
জীবন কর্ম– ধর্মের সংসারে ওড়াই সত্য ত্যাগের
বিজয়কেতন
চির মুক্তি, শান্তি অভিলাষ ...
(জি প্লট, পাথরপ্রতিমা, দঃ ২৪ পরগণা)

আনন্দ
সুবিমল মাইতি

আমরা খোকা আমরা খুকি, পাঠশালাতে যাই,
পড়ার আগে গুরুর চরণ একটু ছোঁয়া পাই।
ধুলোবালি ময়লা যত, গায়ে অনেক জমে
দেয় গো তুলে দিদিমণি, ময়লা গায়ে কমে।
মায়ের মত দিদিমণি, আঁচল ঘসে গায়,
মুখের কাছে হাতটা ঘসে চুমটি নিয়ে খায়,
চুমটি যখন খায় দিদিগো, কত সোহাগ পাই,
শৈশবের শিক্ষা গুরু, তার তুলনা নাই।
(জি প্লট, পাথরপ্রতিমা)

ভিক্ষা
সুবলচন্দ্র দাস

কেমন করে লিখতে হয় সেটাই গেছি ভুলে,
বহু বছর রয়েছি বসে গঙ্গাসাগর কূলে
অশান্ত আজ মনুষ্যকুল দেশের পর দেশ,
অশান্ত তাই আমার প্রাণ সইছি সদা ক্লেশ,
মানুষ চাই, দাওনা প্রভু শুদ্ধ থাকেন যারা
তোমার সৃষ্টি চালাও তুমি আমরা পড়ি সারা
একটি কণা প্রীতির জন্য এলাম কোথা ভেসে,
নাম ঠিকানা ভুলেই গেছি, কি রবে মোর শেষে?
এখানে আছে তোমার দানে পরিপূরণ সব,
যতই পায় ততই চায় ঘুচেনা দে দে রব,
কু–কাজে এরা আখড়া করে পাকায় কত গোল
সন্ত সাধুর মতই এরা বুঝিনা সেই ভোল,
দু কর জুড়ে বিনয় বারি নিদ্ হরা যে তাই,
দাও না প্রভু মানুষ করে আর কিছু না চাই।
(বঙ্কিমনগর, সুমতি নগর, সাগর , দঃ২৪ পরগনা)

সৃষ্টি
বিক্রমজিত ঘোষ

দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিখারী ভিক্ষে করে
তার নিষ্পাপ জীবনে নেই কোন শিক্ষা,
নেই কোন আধুনিকতা —
তারা বাস করে ফুটপাথে, ধূলোই তাদের সঙ্গী
তারা কখনও হেয় নয়, তারাও যে মানুষ –
পৃথিবীর সর্বত্র তাদের বাস।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা পায় কেউ বা করে অবহেলা –
পায় অনেকেরই অশ্রদ্ধা।
তারাও কোন না কোন মায়ের সৃষ্টি –
ফিরিয়ে নাও অবহেলা।
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া)

তুমি আছো
কানন পোড়ে

নিত্যদিন তুমি আছো মন জুড়ে
প্রজাপতি, মৌমাছি সর্ষে ক্ষেতে ফুলের মধু লুটে
নাচে ময়ূর পেখম তুলে, দুলে দুলে
মাঝি স্রোতের টানে নৌকা ফেরায় কূলে
বোঝে না সে বোঝে না –
সবই তার ইচ্ছে, সংসার চলে
তবু ও মন মানে না, অকৃত্রিম ভালোবাসায়
মন ছুটে চলে দিগন্তে
উদাসী মন ব্যাথার আকাশে।
(জোকা, দঃ২৪ পরগণা)

তুচ্ছ
সুমন দিন্ডা

যখন ভিক্ষা ছুঁয়ে যায় ভিক্ষুকের বেশে –
সামান্য আয়োজন অপ্রতুলতার শিখরে পৌঁছে
গা এলিয়ে দেয় সহ্য করি খামে
কিছু বুঝতে না বুঝতে চকমকি আলো,
জানতে না জানতে জামদানী বয়ন,
হঠাৎ কলাগাছ ঝড়ে তছনছ,
স্বখাত বিপদ নিজেকে ডুবিয়ে
উন্নয়নহীন প্রচারের সর্বস্বতায়।
তলিয়ে যাওয়ার আগে মাধুকরীতে প্রাপ্ত তণ্ডুলে
হোক লেখা তুচ্ছতার পরিসমাপ্তি।
(নামখানা, দঃ২৪পরগনা)

বিসংবাদ
সুনীতি কুমার পাত্র

একফালি মেঘ ঠেলে এক মুঠো রোদ
মর্তের মাটি ছুঁয়ে বলে নির্বোধ
রোদ নিয়ে ছিনিমিনি কর কি কারণ
পৃথিবীকে আলো দেব কে করে বারণ
যার যত প্রয়োজন সব ক্ষুধা মেটাব
ইতিহাস হয়ে রবে বুম্পই ফোটাব
মেঘ বলে রোদ তোর অহমিকা রাক্ না
ক্ষণকাল ধরণীর পরপারে থাক না।
আমার অসীম পাখা মেলে দিই আকাশে
নিশ্চল হবে আলো বিফল বিকাশে।
(নেবুতলা, মাধবনগর, দঃ২৪পরগনা)

প্রেম বিষয়ক
তপন কুমার দাস

প্রেম হল হারজিত খেলা
কখনো জিত হয় আর কখনো কখনো
মন ক্রমে মেঘলা
প্রেম হল একটি নদীর নাম
যে নদীতে নামলে কেউ
উঠতে পারে না।
(বালিয়াডাঙাগা, চাকদহ, নদিয়া)

তুমি
শ্রীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার কাছে যাবো বলেই পথে নেমেছি
তোমায় কাছে পাবো বলেই প্রহর গুণেছি
তুমি আমার মনের মানুষ কবে কাছে পাবো?
তুমি আমার প্রাণের পরশ কবে তোমার হবো
তোমার কথা ভাবতে গেলে নিজেকে আমি হারাই
তোমার ভাবে ভাসি বলেই দিকের বিকার নাই।
ভাবের সাগর পাড়ি দিতে কোনো তরী নাই,
মন মাঝি যে তোমার সেবক তুমি আমার ঠাঁই।
ঘুমের দেশে পাড়ি দিলে তোমায় কাছে পাই।
স্বপ্ন ডোরে বাঁধলে তোমায় নিবিড় হতে চাই,
যতই টানি নিজের পানে ততই দূরে যাই,
ভাঙলে স্বপন ব্যাথার মাঝে কেন তুমি নাই ?
(নরীগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান)

শ্রদ্ধাঞ্জলী
অলোক কুমার প্রামাণিক

আজকে না হয় কলমটি থাক স্তব্ধ
মনটা থাকুক পূবের কোণাকুনি
সমাজ–টাকে দিলেন কিছু যারা
সবাই এসো তাঁদের কথা শুনি।
ভুললে তাঁদের কেউ হবোনা বড়ো
এই কথাটা মিথ্যা নয় তো কভু
তাদের বাণী চলতে শেখায় পথ
স্মরণ করতে ভুলটা করি তবু।
ওঠ রে গেয়ে স্বদেশ প্রীতির গান
ছোট বড় সবাই সমান সুরে
আশীষ তুমি পাবেই জেনো ঠিক
থাকুন তাঁরা যতই যোজন দূরে।
তাহার দ্যুতি নীল আকাশে যেমন
মিশে থাকে দিবস প্রাতেও ভেসে
তেমনই জানি পূজ্য মানুষ যাঁরা
ভালো কাজে পাশে থাকেন এসে।
আজকে এমন বিশেষ শুভ দিনে
মনটা ভারী তাদের স্মরণ করে
জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে গেলেন যাঁরা
তাঁদের স্মৃতি রাখি বুকে ধরে।
(চণ্ডীতলা রোড, বজবজ)

তুমি ফিরে যাও
অর্ঘ্য চ্যাটার্জী

সেদিন তোমার শিহরণের আকাশ ছুঁয়ে
আমি নশ্বর হতে চেয়েছিলাম
দিগন্তরেখায় মিশে অলস সূর্যটাকে বলেছিলাম,
না ডুবে আমার মত থমকে থাকতে পারো
পারেনি ... ডুব দিয়েছিল তোমার মতই...অন্ধকারে।
গিরিখাতের মত গভীর তোমার চোখের নিবিড়ে
নেশাধরা শরীরের প্রতিটা খাঁজে যে আগুন তুমি পুষেছিলে
তাতে ছারখার হওয়ার গল্প লেখা ছিল
তবুও ঝাঁপ দিয়েছিলাম মিঃস্ব হব বলে ...
সেদিন সন্ধ্যাতারার মত
শহীদ সৌধের নীচে একলা দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম
বেহিসাবী স্বপ্নেরা কীভাবে শহীদ হয়।
তোমাকে আঁকড়ে ধরেও যখন তারা বাঁচতে পারেনি
তখন বুঝেছি তিমি কবিতা নও,
নির্বাচিত পাঠ্যসূচীর কয়েকটা উত্তর মাত্র
বুঝেছি – প্রয়োজনেরা প্রিয়জন হতে পারে না।
সিঁদুরভবা সিঁথি শেষ সত্য নয় জেনেও
সপ্তপদীর মন্ত্র পড়েছি ...কিন্তু আজ
আমার বুকের হৃদপিণ্ড ছাড়া দেওয়ার কিছুই নেই ...
তুমি ফিরে যাও।
(মুচিশা, নোদাখালী, দঃ২৪ পরগনা)

গ্রহণ
বিশ্বনাথ অধিকারী

ফিরিয়ে দিলে তুমি আমারে, যত কিছু দান,
হয়তো হয়নি মনের মত
মূল্যহীন যত খড় আর কুটো
মনটা আমার হেসে ফেলেছে, করেনি তো অভিমান।
নিশীথ শশী জ্যোতস্না বিলায়, মুচকি মুচকি হেসে
বসন্তদূত গান গেয়ে যায়
নদীর সুক জোয়ার ভাটায়
কি এসে যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার, কু–কথা কয় যদি এসে।
কূলবধূ শঙ্খ বাজায় মন্দিরেতে বসে
দূর হয়ে যাক অশুভ সব
দিকে দিকে মঙ্গলরব
দিয়ে যেতে হয় যে শুধু, কেবল হেসে হেসে।
(গড়ফা মণ্ডলপাড়া, হালতু, কল–৭৮)

আবীরের দোলা

সুকুমার মণ্ডল

দোলের দিন এলে কেউ কেউ দুয়ার এঁটে ঘরে লুকিয়ে পড়ে আবার অনেকের মনেও দোলাচল শুরু হয়ে যায়। সত্যি বলতে কি, সরস্বতী পুজোর সময়ে প্রতি বছর যে কটি নতুন প্রেমের কুঁড়ি ফোটে সেগুলিই পক্ষকাল পরে দোল–এর সময়ে পাপড়ি মেলে, হৃদয়ে হৃদয়ে দোলা দেয় এবং রাঙিয়েও দেয় কখনো কখনো। আমাদের আড্ডার সবচেয়ে শান্ত ও সুশীল ছেলে আবীরেরও প্রায় তেমনটা ঘটেছিল গত বছরের সরস্বতী পুজোর পর থেকে। এবং খবর পাচ্ছিলাম গত এক বছরে দোলা ও আবীরের প্রেমের ভিয়েনের রস দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এবছর দোলের সময় আবীরের দেখা পাওয়া গেল না, অথচ ও মোটেও রঙ–ভীরু নয়কো। প্রতি বছর হোলির সন্ধ্যায় ক্লাবে জমিয়ে খাওয়াদাওয়ার আসর বসে। সেখানে আবীরের ছড়াছড়ি চলল কিন্তু আমাদের বন্ধু আবীরের দেখা পাওয়া গেল না। হল কি ওর! উদ্বেগের চাপে অবিনাশ ফোন করল আবীর–কে। কিছুক্ষণ বেজে যাওয়ার পরে আবীর ফোন ধরল। অবিনাশ বলল, কী ব্যাপার রে তোর। দোলের হুল্লোড়ে তুই গরহাজির! শরীর–টরীর খারাপ নাকি। আবীরের জবাব–টা ঠিক শোনা গেল না। অবিনাশের চারপাশে জড়ো হওয়া উৎকর্ণ আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, ফোনটা স্পীকারে দে ..। স্পীকারের বোতাম টিপে টেবিলে ফোনটা নামিয়ে রাখল অবিনাশ।

আমি বললাম, কী রে ক্লাবে এলি না কেন। দোলের দিনে রঙ খেলছিস না, এমনটা তো কোন বছর তোকে দেখিনি। আবীরের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অধৈর্য হয়ে ফের বললাম, রোজ তো আর দোল হয় না। রঙ খেলবিনা কেন .. কী হল কথা বলছিস্ না কেন? এবার আবীরের হতাশাভরা মিনমিনে গলা শুনতে পাওয়া গেল। আবীর বলল, নাঃ আর রঙ খেলে কি হবে, গত ভ্যালেন্টাইন দিবসে ও তো অন্য কারোর হয়ে গেছে!

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। **সুকুমার মণ্ডল,** বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

৫ গোল দিতে না পারার আফশোস সবুজ মেরুনের

সুমনা পাল : আরও একবার ডার্বির রং সবুজ মেরুন। ব্রিগেডের রাতে যুবভারতীতে ৩–১ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে উড়িয়ে লিগ টেবিলের একনম্বরে চলে গেল মোহনবাগান। গোল করেন জেসন কামিন্স, লিস্টন কোলাসো এবং দিমিত্রি পেত্রাতোস। ইস্টবেঙ্গলের একমাত্র গোল সল ক্রেসপোর। তবে কলকাতা ডার্বি জিতে লিগ টেবলের শীর্ষে উঠেও মোহনবাগান কোচের আফশোস গেল না। যে আফশোস ছিল সবুজ মেরুন সমর্থকদেরও। কারণ, প্রথমার্ধে ৩ গোল হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে অনেকেই পাঁচ গোলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুবভারতীতে ম্যাচের প্রথমার্ধের পুরোটাই রীতিমতো দাপুটে ফুটবল খেলে মোহনবাগান যেখানে চারটি শট গোলে রাখে, সেখানে ইস্টবেঙ্গল একটির বেশি শট লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। এই সময়ে সবুজ–মেরুন বাহিনী ছ'টি কর্নার আদায় করে নিলেও ইস্টবেঙ্গল একটিও পারেনি। এই দুই পরিসংখ্যানেই বোঝা যায় কতটা আধিপত্য ছিল মোহনবাগানের। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা পাল্টে যায়। দুই অর্ধের পারফরম্যান্সে এত ফারাক কেন, এই প্রশ্নই ভাবিয়ে তুলছে হাবাসকে। তিনি বলেন, প্রথমার্ধের খেলা যদি বিশ্লেষণ করেন, তা হলে দেখবেন, আমরা তখন আরও গোল পেতে পারতাম। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা পুরো বদলে গেল। আমরা তখন শুধু ডিফেন্স করতে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তখনও আমাদের আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলা উচিত ছিল। প্রতিপক্ষকে তখনও চাপে রাখা প্রয়োজন ছিল। জানি না কেন এমন হল। বিরতিতে কিন্তু ছেলেদের বলেছিলাম দ্বিতীয়ার্ধেও প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে হবে। কিন্তু জানি না, কেন ওরা তা পারল না। তবে আমাদের এই নিয়ে আরও পরিশ্রম করতে হবে ও উন্নতি করতে হবে'।

এক সময়ে হাবাসের গায়ে রক্ষণাত্মক কোচের তকমা সেঁটে দিতে চেয়েছিলেন কিছু মানুষ। কিন্তু তখনও হাবাস বলেছিলেন, তিনি তা নন। রবিবার প্রথমার্ধে মোহনবাগানের আক্রমণে ঝড় তোলার প্রসঙ্গ উঠতেই হাবাস পুরনো দিনের কথা টেনে এনে বলেন, ২০১৯–২০–তে আমার দলকে সবাই রক্ষণাত্মক দলের তকমা দিয়ে দিয়েছিল। আমি নাকি শুধু রক্ষণাত্মক ফুটবলই খেলাই। এখন আমার দল যখন আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছে, তখনও কেন প্রশ্ন উঠছে জানি না। ২০১৫সালের চেয়েও বেশি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছিল আমার দল। যখন আক্রমণাত্মক খেলার দরকার পড়ে তখন তো সে রকম খেলতেই হবে। আবার যে ম্যাচে রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলা প্রয়োজন, তখন ডিফেন্স করতেই হবে। সারা ম্যাচে টানা আক্রমণাত্মক খেলে যাওয়াও যে সম্ভব নয়, তা জানিয়ে হাবাস বলেন, শুধুই আক্রমণাত্মক বা শুধুই রক্ষণাত্মক তো কোনও ফুটবল ম্যাচে খেলা সম্ভব নয়। সে জন্যই ট্রানজিশন দরকার। ডিফেন্স ও অ্যাটাক সমানভাবে করে যেতে হয়। তা ছাড়া মাত্র ৩জন সেন্টার ব্যাককে দিয়ে কখনও রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলা যায় না। অন্তত চার–পাঁচজন লাগে সেখানে। খেলা শুরুর সময় আমরা একটা ছকে দলকে সাজাই ঠিকই। কিন্তু রেফারি কিক অফের বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই তা বদলে যায়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকমের ফরমেশন তৈরি হয়ে যায়। ৪–৩–৩–এ শুরু করলে কোনও দল সারা ম্যাচে তা বজায় রাখতে পারে না। রক্ষণাত্মক ফুটবল খেললে তা কখনও ৪–৫–১–এ এসেও দাঁড়ায়। প্রয়োজন মতো ছক ও সিস্টেমে বদল করে খেলতে হয়। আমি সেটাই করাই'।

আঁতস কাঁচে

যশস্বী মাসসেরা

একেবারে যেন অটোমেটিক চয়েস! আইসিসির ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতলেন যশস্বী জয়সওয়াল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে অসাধারণ পারফরম্যান্সই তাঁকে এই পুরস্কারের দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে দেয়। কেমন পারফরম্যান্স? ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরপর দুটি টেস্টে ডবল সেঞ্চুরি। সব মিলিয়ে ফেব্রুয়ারিতে ৩ টেস্টে ১১২ গড়ে তিনি করেন ৫৬০ রান, মারেন ২০টি ছক্কা। যে পরিসংখ্যানে পিছনে ফেললেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন ও শ্রীলঙ্কার পাতুম নিশাঙ্কাকে। আইসিসির তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, এরই মধ্যে বিশ্বের অন্যতম সেরা একজন টেস্ট ওপেনার হয়ে উঠতে পারেন তিনি, সংখ্যাই তা প্রমাণ করে। উল্লেখ্য, আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চলতি চক্রে জয়সওয়ালই এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান করেছেন। মাত্র ৯ ম্যাচে তিনি করেছেন ১০২৮ রান। গড় ৬৮.৫৩।

দীনেশের বিদায়

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে এখনও বিদায় জানাননি, এরমধ্যেই আইপিএলকে বিদায় জানানোর কথা মনস্থির করে ফেললেন দীনেশ কার্তিক। আইপিএল শুরু থেকে যে'কজন ক্রিকেটার প্রতি মরসুমে খেলেছেন তারমধ্যে দীনেশ কার্তিক অন্যতম। ভাবা যায়, আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ১৬ বারের টুর্নামেন্টে মাত্র ২ ম্যাচ মিস করেছেন কার্তিক! ৬টি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি। ক্রিকেট বিষয়ক এক জনপ্রিয় ওয়েবসাইটকে এক সাক্ষাকারে দীনেশ কার্তিক জানান, এবারের টুর্নামেন্ট শেষেই আইপিএলকে বিদায় বলবেন তিনি। বর্তমানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে খেলা কার্তিক আইপিএলে মোট ২৪০ ম্যাচে প্রায় ২৬ গড়ে ৪৫১৬ রান করেছেন।

ভারতের দাপট

ব্রিটিশ রাজ চূর্ণ। বাজবল চূর্ণ। সম্মানও চূর্ণ। তিনদিনেই ধরমশালায় ধরাশায়ী ইংল্যান্ড। শেষ টেস্টেও ভারতের কাছে ইনিংস ও ৬৪ রানে হারল ইংল্যান্ড। অ্যান্ডারসন দিনের শুরুতে ৭০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন, আর নিজের ১০০তম টেস্ট খেলতে নামা রবিচন্দ্রন অশ্বিন তাঁর ঘূর্ণি বলে ফোকাসটা কেড়ে নিলেই। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ২১৮ রানের জবাবে ভারত অলআউট হয় ৪৭৭ রানে। ২৫৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা ইংল্যান্ড গুটিয়ে যায় মাত্র ১৯৫ রানে। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। দু'ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট। টেস্টের এক ইনিংসে এই নিয়ে ৩৬ বার ৫ উইকেট নিলেন এই স্পিনার, যা ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। আবার মুরলিধরন, ওয়ার্ন ও কুম্বলের পর চতুর্থ বোলার হিসেবে নিজের ১০০তম টেস্টে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্বও অর্জন করলেন তিনি। ম্যাচের সেরা হন অবশ্য কুলদীপ যাদব। ম্যাচে ৭ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ৩০ রান স্কোরবোর্ডে যোগও করেছিলেন। প্রথম ইনিংসেই তিনি তুলে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। টুর্নামেন্টের সেরা হন ৭১২ রান করা যশস্বী জয়সওয়াল। সিরিজে প্রথম ম্যাচ হারলেও, পরপর চার টেস্ট জিতে ৪–১ এ সিরিজ জিতল রোহিত বাহিনী।

শীর্ষে মহমেডান

আই লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চার্চিল ব্রাদার্স এফসি গোয়াকে হারাল মহমেডান স্পোর্টিং। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ৩–২ গোলে জয় পায় সাদা কালো ব্রিগেড। এই জয়ে ১৯ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষে মহমেডান। প্রথম লেগের ম্যাচেও চার্চিলকে হারায় তাঁরা।

আইপিএলে ইডেনে টিকিটের দাম ন্যূনতম ৭৫০ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। আর আইপিএলের টিকিটের দাম নির্ধারিত করল কেকেআর। সর্বনিম্ন দাম হয়েছে ৭৫০ টাকা। এছাড়া ১০০০, ১৫০০, ২০০০, ৩০০০, ৩৫০০ টাকা মূল্যের টিকিটও থাকছে। গ্যালারির নির্দিষ্ট একটি অংশের জন্য থাকছে ৮৫০০ টাকা দামের টিকিটও। কর্পোরেট বক্সের জন্য টিকিটের দাম আলাদা।

সিএবি সূত্রে খবর, আগামী সোম অথবা মঙ্গলবার থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হবে। ১৫ মার্চ থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির শুরু করবে ইডেনে। আপাতত ৭ এপ্রিল অবধি সূচিতে ইডেনে একটা ম্যাচ আছে কেকেআরের। ২৩ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে। এরপর লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হলে তারপর সেই অনুযায়ী সুবিধা মতো ম্যাচ দেবে বোর্ড।

এবার প্রাক্তন নাইট অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরকে দলের মেন্টর করা হয়েছে। গম্ভীরের নেতৃত্বেই দল ২০১২ আর ২০১৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়। এরপর আর ট্রফি পায়নি নাইটরা। গম্ভীর আসায় ফের আশার আলো দেখতে পাচ্ছে কে কে আর সমর্থকরা।

টি২০ বিশ্বকাপ থেকে কি বাদ কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোহিত শর্মার নেতৃত্বেই ভারত টি২০ বিশ্বকাপে খেলবে এটা নিশ্চিত। কিছুদিন আগেই এমনই জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব জয় শাহ। তবে বিশ্বকাপ শুরু হয়ে এখনো অনেক সময় বাকি থাকলেও ভারতীয় ক্রিকেটাঙ্গনে একটা গুঞ্জন উঠেছে বিরাট কোহলি কী খেলতে পারবেন রোহিতের নেতৃত্বে? জানা যাচ্ছে, কোহলির সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। এনিয়ে নাকি নির্বাচকেরা কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন আসন্ন টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। সংক্ষিপ্ত সংস্করণে জাতীয় দলের চাহিদা অনুযায়ী কোহলি খেলতে পারছেন না বলে মনে করছেন নির্বাচকেরা। সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেট মন্থর হবে বলে তাঁর ব্যাটিংয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আশঙ্কা জেগেছে। ফলে তাঁর অ্যাঙ্কর ভূমিকা এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তাঁর জায়গায় তরুণ আক্রমণাত্মক ব্যাটারদের বিবেচনা করছে নির্বাচকেরা। তবে সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিসিসিআই কোনোভাবে জড়িত হতে চায় না। অর্থাৎ, বিসিসিআই পুরো বিষয়টি নির্বাচক কমিটি এবং টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্বকাপে কোহলির থাকা না থাকাটা তাই প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকরের নেতৃত্বাধীন প্যানেলের ওপর নির্ভর করছে।

বিশ্বকাপে খেলার জন্য তাই কোহলিকে কঠিন এক পরীক্ষার মুখেই পড়তে হচ্ছে। আইপিএলের এক সপ্তাহ পরেই বিশ্বকাপ শুরু হওয়ায় তাঁকে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অবিশ্বাস্য কিছু করতে হবে। অন্যথা, ভারতীয় কিংবদন্তির বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নির্বাচকেরা। গত জানুয়ারিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টিতে ফেরার আগে মাঝে এক বছর এই সংস্করণে খেলেননি তিনি। তিন ম্যাচের সিরিজে দুইটি খেলে একটি গোল্ডেন ডাক এবং আরেকটি ২৯ রান করেছেন।

দ্বিতীয়ার্ধে পাগলের মতো লড়াইয়ে খুশি কুয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডার্বিতে হার। ফলে ইস্টবেঙ্গলের প্লে অফের রাস্তা খুবই কঠিন হয়ে গেল। খাতায় কলমে তাদের প্লে অফে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও সেই পথ একেবারেই সোজা নয়। সেখানে বাকি সব ম্যাচে জিতলেই শুধু হবে না, অন্যান্য দলগুলির ম্যাচেও একাধিক অঘটন ঘটা প্রয়োজন। অর্থাৎ তাদের প্লে–অফ ভাগ্য এখন আর তাদের হাতে নেই। তবে আইএসএলের ফিরতি ডার্বিতে হারলেও বিরতির পরে দলের ফুটবলারদের ঘুরে দাঁড়ানোর পারফরম্যান্স নিয়ে গর্বিত ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লস কুয়াদ্রাত। তাঁর ধারণা, তিন গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় যে রকম লড়াই করেছেন তাঁর দলের ছেলেরা, তা প্রশংসার যোগ্য। লাল–হলুদ কোচ বলেন, দ্বিতীয়ার্ধে আমার দলের ছেলেরা যেভাবে ম্যাচে ফিরে আসে, সেজন্য আমি গর্বিত। ওরা দেখিয়ে দিল যে, ওদের কাছে আরও বড় লক্ষ্য আসলে কী। ওরা পাগলের মতো লড়াই করেছে। আমার মনে হয়, দ্বিতীয় গোলটা করে দিতে পারলে ওরা সমস্যায় পড়ে যেত। আমরা একাধিক ভাল সুযোগ তৈরি করেছি। ক্লেটনের হেড এবং বিষ্ণুকে ফাউলের জন্য যে পেনাল্টিটা পাওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয় গোলটা হলে অনেক কিছুই বদলে যেত। যে কোনও রকম ফল হত'। দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল শোধ করলেও শেষ পর্যন্ত গোলসংখ্যা আর বাড়াতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। কুয়াদ্রাত বলেন, আমরা বিরতির পর যখন মাঠে নামী, তখন আমাদের পরিস্থিতি খুবই প্রতিকুল ছিল। একেই পেনাল্টি মিস হয়েছে, তার ওপর নুঙ্গার চোট। আমরা তখন দুই তরুণ খেলোয়াড় বিষ্ণু ও সায়নকে আনতে চাইছিলাম। আসলে ওরা যাতে বুঝতে পারে, তেমন একটা কৌশলে আমরা ম্যাচের বাকি অংশটা খেলতে চেয়েছিলাম। এমনিতেই আজ আমরা অন্য সিস্টেমে খেলেছি। কিন্তু প্রথমার্ধের বাড়তি সময়ে নন্দকুমার এমন একটা ছোট ভুল করে ফেলল যে তৃতীয় গোলটাও খেতে হল'।

টি২০ বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন শেষ শামির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বছর অক্টোবর–নভেম্বরে বিশ্বকাপের পর গোড়ালির চোটের কারণে আর মাঠে নামা হয়নি মহম্মদ শামির। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেক্রেটারি জয় শাহ জানিয়েছেন, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে জাতীয় দলে ফিরতে পারেন শামি। আর তা হলে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জার্সিতে দেখা যাবে না বাংলার পেসারকে। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ১ জুন টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়ে শেষ হবে ২৯ জুন। বিসিসিআই সচিব বলেছেন, শামির অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং সে ভারতে ফিরেছে। সে সম্ভবত বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে (মাঠে) ফিরবে। লোকেশ রাহুলের ইনজেকশনের প্রয়োজন ছিল। সে রিহ্যাব শুরু করেছে এবং এখন জাতীয় ক্রিকেট আকাডেমিতে আছে।' সর্বশেষ বিশ্বকাপে ২৪ উইকেট নেওয়া শামির পায়ে গত মাসে অস্ত্রোপচার করা হয়। আইপিএলের এবারের মরসুমে শামি খেলতে পারবেন না, তা আগেই জানিয়েছিল সংবাদমাধ্যম। এবার সে ব্যাপারটাই আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে বিসিসিআই, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এই ফাস্ট বোলারের সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। বিসিসিআইয়ের মেডিকেল দল এখন তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে এবং আইপিএলে তিনি খেলতে পারবেন না।' ভারতের আরেক পেসার প্রসিধ কৃষ্ণও অস্ত্রোপচার করানোয় এবারের আইপিএলে খেলতে পারবেন না। ২২ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল।দুই সপ্তাহ আগে শামি অস্ত্রোপচার করানোর কথা জানানোর পর তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লিখেছিলেন, তোমার দ্রুত সুস্থতা এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। তুমি এই চোট কাটিয়ে সাহসের সঙ্গে ফিরবে, সে ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।' প্রধানমন্ত্রীর এই পোস্টের উত্তরে শামি মন্তব্যে লিখেছিলেন, 'আমার সুস্থতা কামনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্যারের এই বার্তা সুন্দর এবং চমকে দেওয়ার মতোই। আমাকে সমর্থনের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' অন্যদিকে, ঊরুর পেশিতে ব্যথা অনুভব করায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজের শেষ চার ম্যাচে খেলেননি রাহুল। জানা গেছে, আইপিএল শুরুর আগেই ফিট হয়ে উঠবেন এই উইকেটকিপার ব্যাটার। এবার আইপিএলে লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের অধিনায়কত্ব করার কথা তাঁর।

জেলায় জেলায় টক্কর

৯টি গ্রামের বাচ্চাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

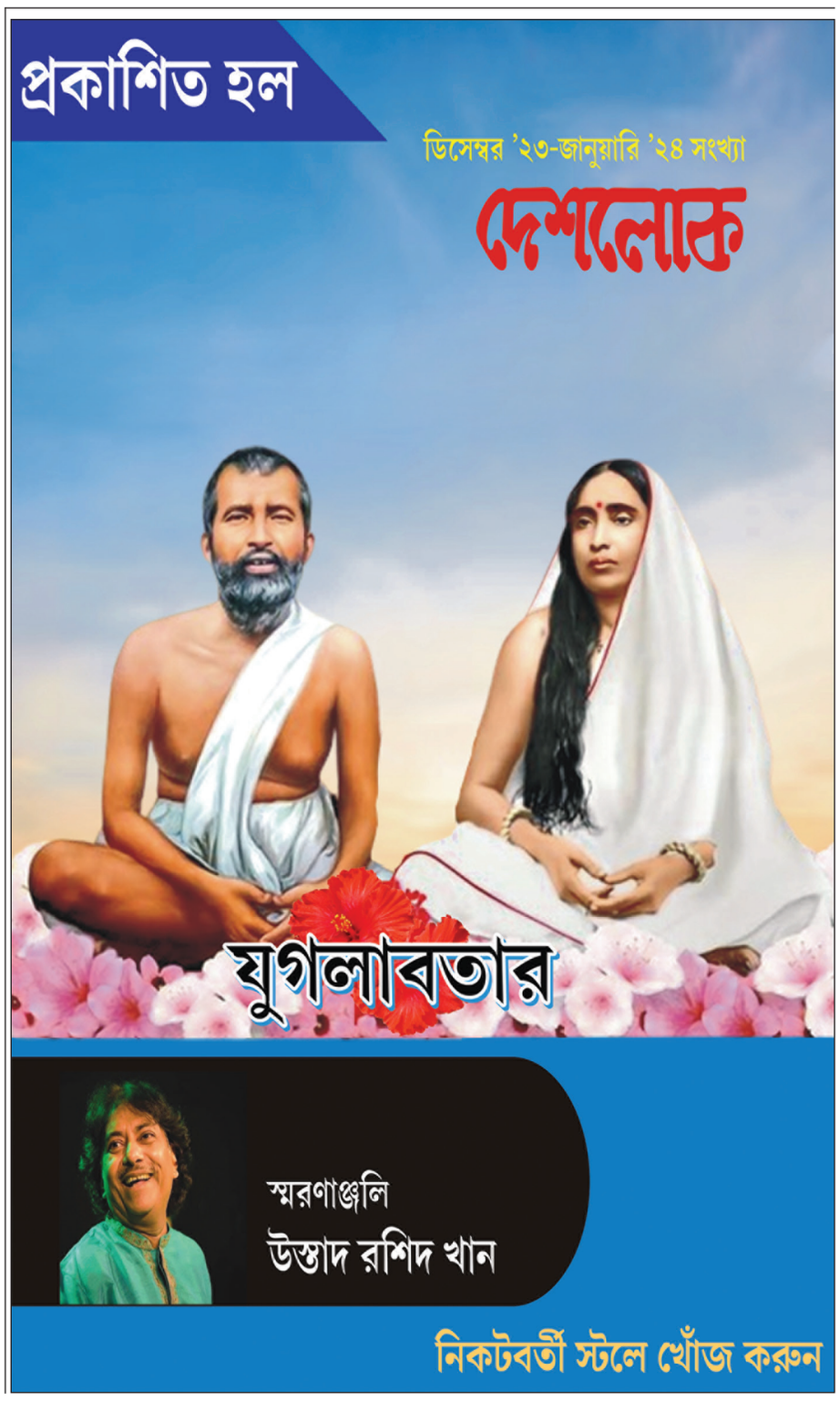

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : গত রবিবার নয়টি গ্রামে বাচ্চাদের নিয়ে বোলপুর শিক্ষানিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় পারুলডাঙ্গা মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সামবাটি, বিষ্ণুবাটি, নীলডাঙ্গা, পারুল ডাঙ্গা, সাহেবডাঙ্গা, চকদোনাইপুর, কামারপাড়া, নিমডাঙ্গা, সরপুকুরডাঙ্গা গ্রামের প্রায় ৩০০ বাচ্চা ফুটবল, বস্তাদৌড়, ব্যালেন্স কোন দৌড়, বেলুন ফাটানো প্রভৃতি খেলায় অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্তকুমার দাস, কলকাতা থেকে আগত সুস্মিতা দত্ত এবং সুচরিতা দত্ত উপস্থিত ছিলেন।

উদ্যোক্তা বুদ্ধিশ্বর মন্ডল বলেন, এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল তিনবছর আগে। যদি বাচ্চারা পড়াশোনা করতে না আসতো তখন ২ টাকা করে ফাইন নেওয়া হত। সেই টাকা দিয়ে খেলা শুরু করেছিলাম। এখন সব বাচ্চারা ঠিকমতো পড়তে আসে তাই ফাইনের টাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই জন্য অসংখ্য মানুষের সহযোগিতায় এই সুন্দর প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পেরেছি।

১৪ মাস পর ফিট সার্টিফিকেট পেলেন পন্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ ১৪ মাস পর অবশেষে সুস্থ' হলেন ঋষভ পন্থ। গাড়ি দুর্ঘটনায় জীবন নিয়েই শঙ্কায় ছিলেন ভারতের এই আক্রমণাত্মক উইকেটরক্ষক ব্যাটার। চলেছে টানা রিহ্যাব। লম্বা সময় পর অবশেষে জানা গেল, সুস্থ হয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে তিনি ম্যাচফিট। খেলতে পারবেন চলতি মাসে শুরু হওয়া আইপিএলে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ আগেই জানিয়েছিলেন যে, দ্রুত পন্থকে সুস্থ ঘোষণা করা হবে। তাই হল। এবারের আইপিএলে খেলতে আর কোনো বাধা নেই ভারতের উইকেটকিপার–ব্যাটারের। জয় শাহর স্বাক্ষর করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পন্থের ফিটনেসের বিষয়ে জানানো হয়, ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর উত্তরাখন্ডের রুর্কিতে জীবন–সংশয়ী সড়ক দুর্ঘটনার পর ১৪ মাসের রিহ্যাব শেষে ভারতের উইকেটকিপার–ব্যাটার ঋষভ পন্থকে ২০২৪ সালের টাটা আইপিএলে খেলার জন্য ফিট ঘোষণা করা হয়েছে।'বাংলাদেশের বিপক্ষে সফর শেষ করেই ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন পন্থ। মহাসড়কে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে পন্থের গাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল। সংশয় ছিল তার জীবন নিয়েও। দুর্ঘটনার পর প্রথমে তাকে দেরাদুনের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য মুম্বইয়ে ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাকে। তার মাথা, পিঠ এবং হাঁটুতে চোট ছিল। অস্ত্রোপচারও করানো হয়। প্রায় এক বছর তিন মাস পর পন্থ সুস্থ হলেন। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে পন্থের সুস্থ হয়ে ওঠা ভারতের জন্য ব। এক স্বস্তির খবর। আইপিএলে ভাল খেললে বিশ্বকাপের দলেও জায়গা করে নিতে পারেন তিনি। পন্থকে নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ রিকি পন্টিং। পন্টিং বলেন, 'সে যদি ফিট থাকে অবশ্যই সে অধিনায়ক হয়েই মাঠে নামবে। সে যদি পুরোপুরি ফিট না থাকে, তাহলে তাকে আমরা একটি ভিন্ন ভূমিকায় রাখব। তারপর সেখানে আমাদের অন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' গত দু'সপ্তাহে সে বেশ কিছু অনুশীলন ম্যাচ খেলেছে। এটা আমাদের উৎসাহ দিয়েছে। আমি জানি সে তার ফিটনেস নিয়ে আগের অবস্থানে ফিরে যেতে খুবই কঠোর পরিশ্রম করছে। সে এসব ম্যাচে ফিল্ডিং করেছে। এখন পর্যন্ত ব্যাটিং নিয়ে সে কোনো সমস্যায় পড়েনি। আমি তাকে খেলার মাঠে চাই। দিল্লির কোচ হিসেবে নয় এমনিতেই তাকে আমি খেলতে দেখতে চাই।'

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com